NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ অবৈধ রেশন কার্ড বাতিলের অভিযান

বিদ্যাসাগর সেতুতে কাজের জন্য আজ ও রবিবার যানজট সতর্কতা ২

কলকাতা ১১ অক্টোবর ২০২৫ ২৪ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.10.2025, Vol.19, Issue No. 119, 8 Pages, Price 3.00

ঝেঁপে বৃষ্টি কলকাতায়, তবে আশার আলো বর্ষা বিদায়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা। যার জেরে বৃষ্টির প্রকোপ কাটছেই না। একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দক্ষিণ বাংলাদেশের উপর। আর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর ওড়িশায়। এই জোড়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবেই*দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ -সহ বৃষ্টি হবে, এমনটা আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর এই পূর্বাভাস যে আক্ষরিক অর্থে সত্য হতে চলেছে, তা মালুম হল শুক্রবার মধ্যাহ্নে। এদিন সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও, বেলা ১টা নাগাদ হঠাৎই মেঘের আনাগোনা বাড়তে থাকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘে ঢাকা পড়ে ন সূয্যিদেব। এরপর বেলা আড়াইটে নাগাদ শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির জেরে কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে জলও জমে যায় বেশ কিছুটা। শুক্রবারের বৃষ্টিতে কলকাতায় ফের এই জল জমার ঘটনা উসকে পুজোর ঠিক আগে টানা পাঁচঘণ্টার বৃষ্টির স্মৃতি। যেখানে জমা জলে প্রাণ গিয়েছিল

একাধিক মানুষের।

তবে বর্ষার বিদায় নিয়ে আশার আলো দেখিয়েছে আবহাওয়া অফিস। ৩ দিন পর থেকে বর্ষার বিদায় শুরু হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এ-ও জানানো হয়েছে, উপকূল অঞ্চল-সহ রাজ্যের কিছু অংশে দু'-এক পশলা বৃষ্টি হলেও বেশিরভাগ জায়গা থেকে ইতিমধ্যে বর্ষা বিদায় নেওয়া শুরু করেছে। আর দক্ষিণবঙ্গে রবিবার থেকে কমবে বৃষ্টি। তবে তার আগে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আরও বৃষ্টি হতে পারে।*আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে বইতে পারে দমকা বাতাসও। রবিবার থেকে কমবে বৃষ্টি।*তার আগে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া এবং দুই ২৪ পরগনায় রবিবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে কোনও বৃষ্টির সতর্কবার্তা নেই।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতায় শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৬ থেকে ৯৭ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

শুক্র-সকালে সুজিতের ডেরায় ইডি, অভিযান ছেলের ধাবাতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সাতসকালে শহর কলকাতায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বাহিনীর হানা। একেবারে সুজিত বসুর বাড়িতে সোজাসুজি হাজির ইডির আধিকারিকরা। পাশাপাশি তল্লাশি চলে সুজিত বসুর অফিসেও। এদিন শুধু সুজিত বসুর বাড়িতেই নয়, শহরের মোট ১০ জায়গায় ইডির আধিকারিকেরা এদিন হানা দেন। নাগেরবাজার এলাকার শ্যামনগর রোডে এক অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালাতে দেখা যায় ইডি আধিকারিকদের। এর পাশাপাশি ইডির অভিযান চলে ঠনঠনিয়া, শরৎ বোস রোড ও নিউ আলিপুরেও। সূত্রে খবর, এদিন ইডি আধিকারিকরা অভিযান চালান সুজিত-পুত্র সমুদ্র বসুর ধাবাতেও। দীর্ঘ সময় ধরে তদন্তকারীরা নানা নথি-তথ্য খতিয়ে দেখেন সেখানে। সাময়িক ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয় ওই ধাবায় কর্মরত সকল কর্মীর মোবাইল ফোন। এর পাশাপাশি দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের বাড়িতেও ইডি আধিকারিকরা পৌঁছে যান। পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার সূত্রেই এই তল্লাশি বলে জানা গিয়েছে।

ইডি সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোর হতেই অভিযানে বেরিয়ে পড়েন ইডির আধিকারিকরা। প্রথমেই তাঁরা সোজা পৌঁছে যান নাগেরবাজারে। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেখানে এক অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা যায় ইডি আধিকারিক ও সিআরপিএফ-কে। মূল দরজায় ধাক্কা দিলেও, ভিতর থেকে কোনও সাড়া মিলছিল না। পরে দরজা খোলায় ইডি আধিকারিক ও সিআরপিএফ জওয়ানরা অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর প্রবেশ করেন। তবে এদিন ইডির বিশেষ নজরে ছিলেন নিতাই দত্ত। কারণ, পেপার বয় থেকে বিধায়কের পিএ হয়ে ওঠার পথটা মোটেই সহজ ছিল না।

কাজের সূত্রে মুর্শিদাবাদ থেকে বহুকাল আগেই নিতাই চলে এসেছিলেন কলকাতায়। বসবাস শুরু করেন লেকটাউনের দক্ষিণদাঁড়িতে। ২০০৮ সালে বাড়ি-বাড়ি খবর কাগজ দেওয়ার কাজ করতেন তিনি। রাজ্যে যখন তৃণমূল সরকার গঠন করল, সেই সময় কলেজ স্ট্রিটে বই-খাতাও বিক্রি করতেন নিতাই দত্ত। তবে এই সবের ফাঁকে আরও একটা কাজ ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন তৃণমূলের 'ফুলটাইম' কর্মী। দিনভর থাকতেন বিধায়ক সুজিত বসুর সঙ্গে। সময়ের সঙ্গে সেই 'পেপার বয়' হয়ে উঠলেন বিধায়ক সুজিত বসুর আপ্ত সহায়ক। সুজিত যত বড় হয়েছেন, ততই বেড়েছেন নিতাইও। দমকল মন্ত্রীর ছায়ায় ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেখা গিয়েছে তাঁকেও।*সুজিতের ছায়াসঙ্গী থাকার পর্বেই নানা দুর্নীতি ঘিরে নিতাই দত্তের ভূমিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। বেড়েছে প্রতিপত্তি। বাড়ি, গোডাউন, রেস্তোরাঁ- সবই তৈরি করেছেন তিনি।*অবশেষে এই আপ্ত সহায়ক পদে থাকাকালীন আরও একবার 'পদোন্নতি' হয় নিতাইয়ের। একুশের পুরভোটে দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের পদ পান তিনি।*কেউ কেউ বলেন, নিতাই দত্তের উত্থানের আরও এক নয়া অধ্যায় তৈরি হয় এই ভাইস চেয়ারম্যান পদ পাওয়ার পরই। মুর্শিদাবাদের ছাপোষা পরিবারের সন্তান নিতাই দত্ত এরপর যেন রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ওঠেন। শহর হোক বা নিজের এলাকা মুর্শিদাবাদ, সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর সাম্রাজ্য। শুক্রবার এই প্রতিপত্তিশালী নিতাইয়ের বাড়ি ও গোডাউনে অভিযান চালান ইডি আধিকারিকরা।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ব্যবসায়ী অয়ন শীলকে প্রথম গ্রেপ্তার করে সিবিআই। পরবর্তীতে তাঁর অফিসে তল্লাশি চালাতে গিয়েই উদ্ধার হয়েছিল পুর-নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত নথি। এরপর ধীরে ধীরে এই তদন্তে নাম জড়ায় একের পর শাসক নেতা ও ঘনিষ্ঠের। নাম জড়ায় মন্ত্রী সুজিত বসুর আপ্ত সহায়ক নিতাই দত্তেরও। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, পুর-নিয়োগ দুর্নীতির টাকা খাটিয়েই বিপুল সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন তিনি। এদিকে আবার পুর-নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে মোট ১৪টি পুরসভার নাম জড়ায়। যার মধ্যে একটি দক্ষিণ দমদম পুরসভাও। যার ভাইস চেয়ারম্যান এই নিতাই দত্ত। গত বছর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় সাত পাতার একটি নথি উদ্ধার করেছিলেন ইডি আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের দাবি ছিল, পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি জড়িত নিতাই।* এমনকী, ক্ষমতার অপব্যবহার করে কামারহাটি পুরসভায় স্ত্রী ও ভাইকে নিতাই চাকরি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ তদন্তকারীদের। এখানেই জল্পনা তৈরি হয়েছে, নিতাই মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক ছিলেন বলেই সুজিত বসু ইডির আতসকাচের নীচে এলেন কি না তা নিয়ে। তবে ইডি সূত্রে খবর,যে সময়কার দুর্নীতির তথ্য সামনে এসেছে, ওই সময় দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন সুজিত বসুই।

সূত্রে খবর, এক বেসরকারি স্কুলের মালিক দীপক দে ওরফে দীপু দের বাড়িতেও অভিযান চালিয়েছে ইডি। স্থানীয়রা জানান, এলাকায় তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী। এছাড়াও প্রোমোটিং, বিল্ডার্সের ব্যবসাও রয়েছে তাঁর। আর এই দীপক দে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলেও খবর। জানা যাচ্ছে, তৃণমূলের ছত্রছায়াতেই অল্প সময়ে রকেট গতিতে হয়েছে তাঁর উত্থানও। অন্য দিকে, নিউ আলিপুরে অমিত আগরওয়াল নামে হাইকোর্টের এক আইনজীবীর বাড়িতেও ইডি তল্লাশি চালায়। পাশাপাশি, উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক থানা এলাকার ৮এ সরকার লেনেও চলে ইডি তল্লাশি। বিশাল পাতোড়িয়া নামের এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলে। জানা গিয়েছে, বিশাল স্টক ব্রোকারের কাজও করেন। সূত্রের খবর, এখানে ব্যাঙ্কিং প্রতারণার অভিযোগে তল্লাশি অভিযান চালান ইডি আধিকারিকরা। ইডির অন্য একটি টিম শরৎ বোস রোডেও যায়।

২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে, ১২ জানুয়ারি সুজিতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেই সময় তাঁর মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এবার তাঁর অফিসেও হানা। এদিনের ইডি অভিযান নিয়ে সুজিত বসু বলেন, 'পুজোর আগে যেমন মহালয়া, ভোটের আগে তেমন কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা দেখা যায়। এর আগেও তল্লাশি হয়েছে। এখনও ওরা করছে। আমি কী রকম, তা এখানকার মানুষ সার্টিফিকেট দেবে।'

মুখ্যমন্ত্রীকে ডেডলাইন শুভেন্দুর

আপনার কাছে মনোজ আগরওয়ালের দুর্নীতির কী প্রমাণ আছে, তা সোমবার বিকাল ৫টার মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। না-হলে আপনার প্রশাসন এবং অফিসারদের সঙ্গে জড়িত দুর্নীতির তথ্য আমরা ধাপে ধাপে প্রকাশ করব।

— শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। বৃহস্পতিবারই এসআইআর ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে দুর্নীতির অভিযোগে কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, এসআইআর শুরুর আগে এই কর্মকর্তা ফিল্ড লেভেলের কাজ না-করে শুধু কয়েকজন অফিসারকে ডেকে মিটিং করছেন, রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে কাজ করছেন এবং কর্মকর্তাদের 'থ্রেট' দিচ্ছেন। মমতার কথায়, মনোজ আগরওয়াল নিজেও নানা অভিযোগে দুর্নীতিগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই শুক্রবার পালটা আক্রমণে নামেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিকে মর্যাদাহীন মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে শুভেন্দু সরাসরি ডেডলাইন বেঁধে দেন।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'আপনার কাছে মনোজ আগরওয়ালের দুর্নীতির কী প্রমাণ আছে, তা সোমবার বিকাল ৫টার মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। না-হলে আপনার প্রশাসন এবং অফিসারদের সঙ্গে জড়িত দুর্নীতির তথ্য আমরা ধাপে ধাপে প্রকাশ করব।' শুভেন্দু আরও হুঁশিয়ারি দেন, প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলে দীপাবলির পরে কয়েক হাজার লোক নিয়ে আইনসঙ্গতভাবে নবান্নের ২০০ মিটার দূরে অবস্থান কর্মসূচি করবেন, যেখানে প্রায় ৫০-৬০ জন বিধায়কও উপস্থিত থাকবেন। তিনি স্পষ্ট জানান, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বা তাঁর প্রতিনিধি না-এলে সেই অবস্থান থেকে তাঁরা উঠবেন না। বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের উপরে নন।'

ব্যাগে এয়ারগান, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে আটক এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরেই এয়ারগান-সহ আটক এক ব্যক্তি। সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুরে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গলির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে আটক করেন। ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। সেখান থেকে উদ্ধার হয় একটি এয়ারগান ও কিছু গুলি। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। খবর দেওয়া হয় কালীঘাট থানায়। পাশাপাশি শুরু হয় তদন্তও।

পুলিশ ওই যুবককে আটক করে কালীঘাট থানায় নিয়ে যায়। জানা যায়, ওই যুবকের নাম দেবাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বাবার নাম নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সল্টলেকের বাসিন্দা। তবে তিনি এয়ারগান নিয়ে কেন ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন, কেনই বা তাঁর ব্যাগে বন্দুক ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে দেবাঞ্জন জানিয়েছেন, তিনি পেশায় একজন শিক্ষক। ডন বস্কো স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পাশাপাশি তিনি শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাবের সঙ্গেও যুক্ত। সে কারণেই তাঁর ব্যাগে এয়ারগান রাখা ছিল। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবাঞ্জনকে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশ আধিকারিকদের। কারণ, ওই এলাকা হাই সিকিউরিটি জোন। এর পরই তল্লাশি চালিয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে এয়ারগান উদ্ধার হওয়ায় সন্দেহ আরও দানা বাঁধে। তাতেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ। যদিও পরে দেবাঞ্জনকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে অস্ত্র-সহ এক যুবক ধরা পড়েন। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির রাস্তা থেকে ওই যুবককে আটক করে পুলিশ। সেদিন যে সময়ে ওই যুবককে ধরা হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজের ঘরেই ছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। ধর্মতলায় তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের মঞ্চে

জিজ্ঞাসাবাদের পর মুক্তি

আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগেই তাঁর বাড়ির গলির ভিতর ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েন ওই যুবক। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এছাড়া এক যুবকও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। পরে ওই যুবকের পরিবারে খোঁজ নিয়ে পুলিশ জানতে পারে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে জয়সওয়াল অপরাজিত রইলেন ১৭৩ রানে।

কবে ফিরবে জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেন্দ্রকে চার সপ্তাহ সুপ্রিম-সময়

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর: আর বিলম্ব নয়। জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো নিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে বলে কেন্দ্রকে ডেডলাইন বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত। যদিও কেন্দ্র এদিন দাবি করেছে, পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে পহেলগাঁওয়ের মতো ঘটনা যে প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করেছে, সেটাও মেনে নিয়েছে কেন্দ্র।

২০১৯ সালের ৫ অগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা খর্ব করার পাশাপাশি উপত্যকার পূর্ণরাজ্যের মর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে নিয়ে দু'টি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়। কাশ্মীরের মানুষের মনে ক্ষোভ রয়েছে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা হারানো নিয়ে। সেই ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টাও করেছে বিজেপি। ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে উপত্যকায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হবেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এখনও তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। ২০২৩ সালে এই নিয়ে কেন্দ্রকে সময়সীমাও বেঁধে দেয় শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালত বলে দেয়, কবে নাগাদ উপত্যকার পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হতে পারে সেটার সময়সীমা জানাক কেন্দ্র। তখন কেন্দ্র কোনও সময়সীমা জানাতে পারেনি। এবার ফের শীর্ষ আদালত মোদী সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ দিল।

এদিন শুনানিতে মামলাকারীদের আইনজীবী বলেন, 'কাশ্মীরে পহেলগাঁওয়ের মতো ঘটনা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনেই হয়েছে।

বিহারের ভোটপ্রচারে মেগা-চাহিদা যোগীর

লখনউ, ১০ অক্টোবর: বিহারের ভোটের প্রচারে ব্যাপক চাহিদা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। বিজেপি যখন বিহারে প্রচার শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন সকলের নজর যোগীর ওপরই, যিনি নির্বাচনমুখী রাজ্যে প্রায় ২০টি সমাবেশে ভাষণ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিহারে আগামী ৬ এবং ১১ নভেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সূত্রের খবর, যোগী ২০ অক্টোবরের পর যে কোনও সময় বিহারে ভোটের মাঠে নামতে পারেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, হিন্দুত্বকে কেন্দ্র করে যোগীর আক্রমণাত্মক প্রচার বিহারের ভোটদাতাদের আকর্ষণ করবে। তাঁর ভাষণ জাতীয়তাবাদী উচ্ছ্বাসকেও জাগিয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রার্থীদের কাছ থেকে যোগীর সমাবেশের জন্য প্রচুর আবেদন আসছে। বিশেষ করে মধ্য ও উত্তর বিহারে যেখানে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। এই অঞ্চলটি মূলত গ্রামীণ, যেখানে তরুণ জনগোষ্ঠী এবং ভোজপুরি, মৈথিলি এবং মাগাহির মতো ভাষাভাষীর মানুষ রয়েছে।

উত্তর বিহার রাজ্যের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ এবং উচ্চ ঘনত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য। সেখানে অনেক সংখ্যালঘু জনসংখ্যা উত্তর-পূর্ব শহর পূর্ণিয়াকে ঘিরে অবস্থান করছে। এই অঞ্চলটি সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগতভাবে পূর্ব উত্তর প্রদেশের সাথে মিশে রয়েছে, যা স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে যোগীর স্বাভাবিক যোগাযোগ তৈরি করতে পারে। মনে করা হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বক্তব্য হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ নির্বাচনী এলাকায়, বিশেষ করে যে অঞ্চলগুলি উত্তরপ্রদেশের সামাজিক- রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিফলন ঘটায়, সেখানে দলের মূল ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে।

'শান্তি' পেলেন না ট্রাম্প, নোবেলজয় 'লৌহমানবী' মারিয়ার

অসলো, ১০ অক্টোবর: বিশ্বের নানা প্রান্তে সাতটি যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব দাবি করলেও নোবেল শান্তি পুরস্কার জুটল না ডোনাল্ড ট্রাম্পের। স্পর্শ করা হল না পূর্বসূরি বারাক ওবামাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমস্ত আশায় জল ঢেলে শুক্রবার ভারতীয় সময় দুপুর আড়াইটের সময় নোবেল কমিটি জানিয়ে দেয়, ২০২৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে ভেনেজুয়েলার এই রাজনীতিককে এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে লাতিন আমেরিকার সাহসিকতার অনন্য উদাহরণ হিসেবে আবির্ভূত হন। কেন ট্রাম্প এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হলেন না, পরোক্ষে তারও ব্যাখ্যা দিয়েছে নরওয়ের নোবেল কমিটি।

নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ীর নাম ঘোষণা হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে কমিটির প্রধান ইয়োর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস জানান, আলফ্রেড নোবেলের কাজ এবং আদর্শের কথা মাথায় রেখেই পুরস্কার দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্পের নাম না-করে ইয়োর্গেন বলেন, 'এই কমিটির (নোবেল কমিটি) সদস্যেরা এই ঘরে যখন বসেন, তখন কেবল পুরস্কারজয়ীদের ছবিই আশপাশে থাকে না, থাকে সাহস এবং সততাও। তাই আমরা আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছাপত্র (উইল) এবং কাজ অনুসরণ করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।' ট্রাম্পের নাম না-করলেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাজ নোবেলের আদর্শবিরোধী, প্রকারান্তরে এমন ব্যাখ্যাই তিনি দিতে চেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছাপত্র (উইল) অনুসারে নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপকের নাম ঘোষণা করে থাকে নরওয়ের নোবেল কমিটি। পাঁচ জনের একটি কমিটি গত সোমবারই (৬ অক্টোবর) বেছে নিয়েছেন এ বার নোবেল শান্তি পুরস্কারবিজয়ীর নাম। ট্রাম্প যে শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন না, শুক্রবার সকালেই এমন ইঙ্গিত মিলেছিল। অসলোর 'পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর প্রধান নীনা গ্রেগের জানান, যুদ্ধ থামানোর পাশাপাশি ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে নিয়েছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন বন্ধু দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সংঘাতে জড়িয়েছেন। নোবেলের ইচ্ছাপত্রে যে আদর্শের কথা বলা হয়েছে, এই কাজ সেগুলির সঙ্গে খাপ খায় না বলে জানান নীনা।

এবার যিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন, সেই ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো দেশবাসীকে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সচেতন করেছেন। তাঁদের সেই অধিকারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মারিয়া। একনায়কতন্ত্র থেকে ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নেপথ্যেও রয়েছেন এই মারিয়াই। সেই কারণে এ বছর নরওয়ের নোবেল কমিটি তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ৫৮ বছরের মারিয়া ভেনেজুয়েলার 'লৌহমানবী' বলেও পরিচিত। তাঁর মা ছিলেন মনস্তত্ত্ববিদ। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন মারিয়া। ২০১৩ সালে ভেনেজুয়েলায় উদার রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম 'ভেন্টে ভেনেজুয়েলা'। সেই দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মারিয়া। তিনি বিবাহিত। তিন সন্তান রয়েছে তাঁর।

গত বছর ভেনেজুয়েলায় ভোটের সময় কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। সে সময় দেশের প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন নিকোলাস মাদুরো। তাঁর দলের বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপি করার অভিযোগ উঠেছিল। আর সেই অভিযোগ যাঁরা তুলেছিলেন, তাঁদের সামনের সারিতে ছিলেন মারিয়া। সে জন্য মারিয়াকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এক বার গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন তিনি। তবু মারিয়াকে দমানো যায়নি।

আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই স্বীকৃতি ভেনেজুয়েলার মানুষের সংগ্রামে এক নতুন অনুপ্রেরণা। স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র অর্জনের জন্য আমাদের প্রধান মিত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, আমেরিকার জনগণ, দক্ষিণ আমেরিকার (লাতিন আমেরিকা) জনগণ এবং বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির উপর নির্ভর করি। আমাদের লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকেও উৎসর্গ করছি।

— মারিয়া কোরিনা মাচাদো

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/১০/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৭৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rekha Bagh W/o. Anil Bagh ও Rekha Bag W/o. Anil Kumar Bag সাং শ্যাম সুন্দরপুর, পাইন বাগান, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/১০/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৯১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Palash Biswas S/o. Rabindra Nath Biswas ও Palash Kr. Biswas S/o. R. N. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১০/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৬৯৮ নং এফিডেভিট আমি Sawkat Ali (old name), S/o. Sekh Sadek Ali, R/o. Balikukhari, Harit, Dadpur, Hooghly-712305, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sawkat Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Shaokat Ali নামে পরিচিত হইয়াছি। Sawkat Ali & Sekh Shaokat Ali S/o. Sekh Sadek Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sakir Ali.

নাম-পদবী

গত ০৮/১০/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৯০২ নং এফিডেভিট বলে বলে আমি Enayet Ahmed Siddiqui Azmatullah Siddiqui ও Enayat Siddiqui S/o. Azmatulla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Mukti Biswas,** of Pulkhali, Kechuadanga, Murutia, Nadia, West Bengal.
I have Changed my religion from Hindu to Muslim and Changed my name Mukti Biswas to Kaberi Mondal, by an affidavit before the Notary Public Domkal, Murshidabad, being S.L No. 36, dated as 06/10/2025 So, Mukti Biswas and Kaberi Mondal same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি হিমাংশু সামন্ত, পিতা স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত গ্রাম-ছাতিন্দা, পোঃ-থানা-কোলাঘাট, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর -এর বাসিন্দা। আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে হিমাংশু শেখর সামন্ত নামে পরিচিত হব। যেমনটি নোটারি পাবলিক, পূর্ব মেদিনীপুরের সামনে ঘোষণা করা হয়েছে। হলফনামা নং-৮৩২৫/২৫ তমলুক নোটারি পাবলিক তারিখঃ ১০/১০/২০২৫। হিমাংশু সামন্ত এবং হিমাংশু শেখর সামন্ত উভয়েই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১০/২০২৫ S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Aheri S/o. Ganesh Aheri নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Azim Mallick নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১৮৪ নং এফিডেভিট বলে বলে আমি Lakshmikanta Malik ও Dukho Malik S/o. Paban Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **TABASSUM PARVEEN** W/O Mohammad Raif, D/O Mohammad Mustaque residing at H.No. 11, Goli No. 11, Bhatpara, P.O. & P.S. - Jagaddal, Dist.- North 24 Pargana, PIN - 743125, WB do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 18.01.2025 that my actual and correct name is TABASSUM PARVEEN and it is recorded in my Aadhar Card and my husband's actual and correct name is MOHAMMAD RAUF and it js recorded in his Aadhar Card but due to some bonafide mistake in my daughter namely MUSKAN PARVEEN's birth certificate, my name has been recorded as TABASUM PARVEEN and her father's name as MD. RAHAB. TABASSUM PARVEEN and TABASUM PARVEEN is the same and one identical person. MOHAMMAD RAUF and MD. RAHAB is the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত চুঁচুড়া
মিস কেস নম্বর ৯৪/২০২৪

শ্রীমতী দেবলীনা দাস, স্বামী - ৺তাপস দাস, সাং - ব্যান্ডেল, ২ নং গান্ধিকলোনী, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০৩।
.....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র কেসের দরখাস্তকারী **শ্রীমতী দেবলিনা দাস,** নিম্ন(বি) তপশীল বর্নিত সম্পত্তি তথা তাহার নাবালক পুত্র **শ্রী অনুরাগ দাসের** সম্পত্তি বিক্রয়ের দরুণ অনুমতি পাইবার নিমিত্ত হুজুর আদালতে অত্র মিস্ কেস মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি বাহির হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র কেসে হাজির হইয়া তাহার আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, অন্যথায় অত্র কেসের এক তরফা শুনানী হইবে।

(এ) তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও জেলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিস- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা - বলাগড়, জে.এল.নং ৮, আর.এস. খতিয়ান নং ২৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ৫৭৩১, ৫৭৩২, ৫৭৩৩, আর.এস. দাগ নং- ৩৬২, এল.আর. দাগ নং ৬৮২, ০৫ কাঠা বা ০.০৮২ একর তন্মধ্যে একতল খোলা ছাদ বিশিষ্ট কমার্শিয়াল বিল্ডিং যাহার কভার্ড এরিয়ার পরিমান ১৭৯ স্কোয়ার মিটার হইতেছে এবং যাহা কাজিডাঙ্গা মহল্ল্যার অন্তর্গত ০৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৫৫০/নিউ হোল্ডিং ভুক্ত, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত সম্পত্তি হইতেছে।

(বি) তপশীল সম্পত্তি
নাবালকের সম্পত্তি

(এ) তপশীল সম্পত্তির অন্তর্গত অবিভাজ্য ১/৩ অংশে ০.০২৬৬ একর বাস্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত একতল খোলা ছাদ বিশিষ্ট কমার্শিয়াল বিল্ডিং এর মধ্যে অবিভাজ্য ১/৩ অংশে ৫০.৬৬ স্কোয়ার মিটার সম্পত্তি যাহা জেলা ও জেলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা - বলাগড়, জে.এল. নং ৮, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ৫৭৩৩, আর.এস.দাগ ৩৫২, এল.আর. দাগ নং-৬৮২ হুগলী- চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং – ০৪, মহল্ল্যা-কাজিডাঙ্গা, হোল্ডিং নং- ৫৫০/নিউ
দরখাস্তকারীর পক্ষে
রঞ্জন পাল (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী মোকাম অতিরিক্ত জেলা জজ তথা প্রথম ফাস্ট ট্রাক আদালত চুঁচুড়া , হুগলী
ম্যাট স্যুট নং-৫৬/২০২৫

শ্রীমতী সোমদত্তা মুখার্জ্জী, স্বামী-শ্রী ঝিলিক কুমার দাস, পিতা -শ্রী সন্দীপ মুখার্জ্জী, সাকিম- মিত্রপাড়া, বুড়োশিবতলা মন্দির, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা - চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন – ৭১২১০৫ ... **দরখাস্তকারীনি**

বনাম

শ্রী ঝিলিক কুমার দাস, পিতা- শ্রী গৌরাঙ্গ দাস, সাং-৩২১, ছাতাগলি, ধরমপুর, ষষ্ঠীতলা, পোঃ ও থানা -চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন – ৭১২১০১ .... **প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দরখাস্তকারিনী উপরিউক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিপক্ষকে আদালত মারফৎ সমন একাধিকবার জারি করা সত্ত্বেও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আাদালতে গরহাজির হইতেছেন। সে কারনে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কোর্টে হাজির হইয়া মোকর্দ্দমায় লিখিত জবাব দাখিল করিবেন, নচেৎ মোকর্দ্দমাটি আইন মোতাবেক একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।
দরখাস্তকারীনির উকিল বাবু
শ্রী সন্দীপ কুমার দত্ত (এ্যাডভোকেট)
হুগলী জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জ্জী (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা কমলা বিশ্বাস** স্বামী ৺ভুবন বিশ্বাস সাকিম কালিয়াগড়, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১ মহাশয়া বিগত ইং 08/08/2022 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9547/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী প্রীতম মজুমদার** পিতা শ্রী পঙ্কজ মজুমদার, সাকিম জিরাট, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১**)** ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 31/03/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3042/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী পিঙ্কু মন্ডল,** স্বামী অঞ্জয় মন্ডল সাকিম ভবানীপুরচর, মিলনগড়, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১ মহাশয়াকে ৭ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা তামলিপাড়া, হাল ১০৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ২৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫০/১৯৬ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ০৭ শতক, অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী পিঙ্কু মন্ডল,** স্বামী অঞ্জয় মন্ডল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-**শ্রী প্রীতম মজুমদার** (আমমোক্তার)

Notice

District Paschim Medinipur,
In the court of Civil Judge
(Jr. Division)
At- Kharagpur, Paschim Medinipur
Ref: Other suit No. 34/2023.
Ravindra Kumar Sharma & Sunita Sharma. ....Plaintiffs
-Versus-
Biru Binna & Karishma Binna.
..................................Defendants

Notice is hereby given that the above mentioned case is schedule for hearing on 14-11-25 at 10.30 a.m. in the Court of Civil Judge (Jr. Division), Kharagpur, Paschim Medinipur. Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendants 1) Biru Binna 2) Karishma Binna, above named residing at - Traffic settlement, P.O.-Kharagpur, P.S.- Kharagpur Town, District- Paschim Medinipur, Pin-721301 cannot be served in the ordinary way of service and whereas the Court has ordered substitute service by publication in a newspaper. The defendants are hereby directed to appear in a person or through Counsel and if there is any objection in this regard submit the same on the said date and time. Failing which the case may be heard and decided in their absence.

Schedule of Adoption
Adopted daughter - Pihu Binna,
Date of Birth - 27/10/2021,
Adoptive father- Ravindra Kumar Sharma,
Adoptive mother- Sunita Sharma,

By order
(AMRITENDU ADAK) Sheristader
Civil Judge (Jr. Divesion)
Kharagpur, Paschim Medinipur
Date.-25.09.2025·

বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শ্রী মৈনাক দত্ত, মহুয়া দত্ত উভয়ের পিতা মানিকলাল দত্ত, সাকিন– দুবরাজপুর, পোস্ট– পুকুরিয়া, থানা ও জেলা– ঝাড়গ্রাম, এর নামিত ঝাড়গ্রাম মৌজা খাসজঙ্গল জে.এল. নং– ৭৩৪, খতিয়ান নং– ১১৫ ,১৩৯৩ ১৩৮ এর দাগ নম্বর ১৭/৪৮ অধীন প্রায় ২.৯০ একর ফলের বাগান শ্রেণিভুক্ত ভূমি বিক্রয়ের ঘোষণা করেছেন। উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ে আগ্রহী - ১. রাজমনি কর্মকার, স্বামী সুমন্ত কর্মকার, সাকিন [illegible]

ইতি- MR. UTTAM BEJ, Advocate, Jhargram District Judge's Court

[illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Learned Court of District Judge, Hooghly at Chinsurah.
Misc.Case No.62 of 2025.

Smt. Sima Pal, aged about 45 years, wife of Late Dipak Kumar Pal, Village and P.O. Hati, P.S. Pursurah, District Hooghly, Pin-712415 ......**Petitioner.**

এতদ্বারা সবর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে উপরোক্ত দরখাস্তকারী তাহার নাবালক সন্তান Minor **Megha Pal,** daughter of Late Dipak Kumar Pal and Smt. Sima Pal of Village and P.O. Hati, P.S. Pursurah, District Hooghly, Pin-712415. এর অর্জিত নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে স্বাভাবিক গার্জেন হিসাবে হস্তান্তর করিবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। ঐ ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জ্ঞাত করাইবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

তপশীল (SCHEDULE PROPERTY)

District Hooghly, Additional District Sub-Registerer Office Tarakeswar, Police Station Tarakeswar, under Champadanga Gram Panchayet, Mouza Sachak, J.L.No.68, Rayat Dakhali Satiya, Hal L.R.Khatian No.1226, in the name of the deceased **Dipak Kumar Pal**.

1) R.S.Dag No. 462, L.R.Dag No.586, sali, 8.25 Satak out of 37 Sataks (16 annas).
2) R.S.Dag No. 463, L.R.Dag No. 587, Sali, 02 Sataks out of 26 Sataks (16 annas).
3) R.S.Dag No.464, L.R.Dag No.588, Sali, 3.15 Satak out of 22 Sataks (16 annas).
In total an area of 13.40 Sataks.

দরখাস্তকারী পক্ষের এ্যাডভোকেট ।
(Mr. Ritobrato Mukherjee)
Advocate.
অনুমত্যানুসারে,
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত ।৪/৯/২৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী এ্যাট চন্দননগর ।
রেফাঃ এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ৬০/২০২২
দরখাস্তকারীনি: শ্রীমতী শ্রুতি দত্ত,

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে এইমর্মে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী শ্রুতি দত্ত,** স্বামী সুরজিত দত্ত, সাং- ২৭/৫২৩, [illegible]

NOTICE

It is hereby given to all concerned that one of my Client **Mr. Somnath Ghosh**, S/o. Lt. Rabindranath Ghosh, R/o. B-101 Sail Satellite Township, P.O. Dhurwa, P.S- Jaganathpur, Dist- Ranchi, Jharkhand, 834004, is wanted to sale Or Gift of his Schedule mention Property. That Property was gifted by his wife **Smt. Sumita Ghosh**, Registered under ADSR, Sadar, Hooghly on dt. 29.09.95, Vide. Book No. I, Vol No. 69, Page No. 157 to 162, Being No. 4254/1995. All that piece and Parcel of Viti Land lying and situated under Dist. Hooghly, PS - Chinsurah, J L No. 16, Mouza- Simla, under Kodaliya-1 G.P, LR Khatian No. 1161/4, RS Dag No. 1714, LR Dag No. 1765, admeasuring 3 Decimal and same was recorded in the BL & LRO, Mogra- Chinsurah Block. At present my above written Client is the owner of that schedule property.

If any person, Bank or Financial institutions or any Court cases or any objection, Claim, Demand or information against my client's property, please intimate the undersigned in writing with supporting documents within 14 Days from the publication. No claim and demand shall be entertained after the stipulated period and my client shall proceed with the transaction.
Date : 10/10/2025
Binay Krishna Pal (Advocate)
Judges' Court Chinsurah, Hooghly.

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি দিবাকর মজুমদার, পিতা - কমল মজুমদার, জে.এল. নং - ৭, বটিকা মৌজায়, ২৯২ কৃঃ খতিয়ানে ১৯৯৬ দাগে ডাঙা মোট ৭৮ শতক তার মধ্যে ৪.৫ কাঠা সম্পত্তি ১২/০৬/২০০২ তারিখে HOOGHLY সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩২ নং আমমোক্তারনামা বলে আমার পিতা - কমল মজুমদারকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পাণ্ডুয়া বি.এল.আন্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।
দিবাকর মজুমদার
পাণ্ডুয়া, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই অক্টোবর। ২৪ শে আশ্বিন। শন বার। পনঞ্চমী তিথি মুহূর্ত। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টত্তরী রবি ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অবৈধ রেশন কার্ড বাতিলের অভিযান, পশ্চিমবঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ১৭ লক্ষেরও বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় রেশন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে রাজ্যে খাদ্য দপ্তর বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। এরাজ্যের ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৮০২ জন রেশন গ্রাহকের তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩০৯টি রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের খাদ্যদপ্তর বিভিন্ন স্তরে তদন্ত চালিয়ে এই বিপুল সংখ্যক কার্ড বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের মোট রেশন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ২ লক্ষ। ফলে এই বাতিলের সংখ্যা মোট গ্রাহকের তুলনায় খুব বেশি না হলেও প্রশাসনিক মহলে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই আধার নম্বরবিহীন ও বায়োমেট্রিক যাচাইবিহীন রেশন কার্ডধারীদের তালিকা তৈরি করেছে। প্রায় ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার রেশন গ্রাহককে এই বিভাগে ফেলা হয়। কিন্তু হাতেকলমে যাচাইয়ে দেখা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ৪১ হাজার শিশু। বয়সে পাঁচ বছরের কম; ফলে আধার নম্বর না থাকা সঙ্গত কারণেই বৈধ।

রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, বর্তমানে আর্থিকভাবে সম্পন্ন গ্রাহকদের চিহ্নিত করতে নমুনা সমীক্ষা চলছে। কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, আয়কর দাতা, সরকারি কর্মচারী, কোম্পানির ডিরেক্টর পদে থাকা ব্যক্তি কিংবা নির্ধারিত আয়সীমার ঊর্ধ্বে থাকা নাগরিকদের কার্ড অবৈধ বলে গণ্য হবে। এই তালিকা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশে এনএফএসএ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনায় চাল ও গম পাচ্ছেন প্রায় ৮১ কোটি মানুষ। এর মধ্যে প্রায় ৮ কোটি ৫১ লক্ষের মতো রেশন গ্রাহকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি রুখে প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে খাদ্য নিরাপত্তা পৌঁছে দিতেই এই অনুসন্ধান অভিযান শুরু হয়েছে।

বিদ্যাসাগর সেতুতে কাজের জন্য আজ ও রবিবার বিশেষ যানজট সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলজুড়ে চলমান বিদ্যাসাগর সেতুতে স্টে এবং হোল্ডিং ডাউন ক্যাবল ও বিয়ারিং প্রতিস্থাপনের কাজের কারণে আজ সকাল ৪টা থেকে ৯৩০টা এবং রবিবার দুপুর ২টা থেকে রাত ৮ঃ৩০টা পর্যন্ত সেতুটিতে যানবাহনের চলাচল সীমিত থাকবে। এই সময় জনস্বার্থে বিভিন্ন রুটে যানবাহন চলাচলে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে।

সমস্ত মালামাল ছাড়া অন্য গাড়ি যারা বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে কলকাতার দিকে যেতে চান, তাদের নিকটস্থ রাবীন্দ্র সেতু (হাওড়া ব্রিজ), নিবেদিতা সেতু বা পুরনো বালি সেতু (বিবেকানন্দ সেতু) দিয়ে নামতে হবে। এনএইচ-১৬ এর কলাঘাত দিক থেকে আসা মালবাহী যানবাহন যারা কোনা এক্সপ্রেসওয়ে/সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ দিয়ে কলকাতায় যেতে চান, তারা ধূলাগড়-নিবরা-সালাপ-পাকুরিয়া-সিসিআর ব্রিজ-রাস্তাগুলো দিয়ে নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করতে পারবেন। ডানকুনি থেকে আসা মাল বহনকারী যানবাহন যারা কোনা এক্সপ্রেসওয়ে/ সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ ব্যবহার করতে চান, তারা নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করতে পারবেন। কলকাতা থেকে আসা হাওড়াগামী যানবাহন যারা সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, তারা হাওড়া ব্রিজ বা নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করতে পারবেন।

রবিবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড পরীক্ষার জন্য বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আগামী ১২ অক্টোবর, রবিবার সকাল ৭টা থেকে ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইন-এ বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে। রবিবার ব্লু লাইনে মোট ১৩৮টি পরিষেবা (৬৯ আপ ও ৬৯ ডাউন) চালানো হবে, যেখানে সাধারণ দিনে থাকে ১৩০টি ট্রেন। সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত দুই দিকেই প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে। শেষ ট্রেনের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রথম পরিষেবা
সকাল ৭টায় নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম (আগে ৯টা ছিল)
সকাল ৭টা ৪ মিনিট ; শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর (আগে ৯টা ৪ মিনিট ছিল)
সকাল ৭টা ২০ মিনিট-এ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম (আগে ৯টা ছিল)
শেষ পরিষেবা
রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিট; শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর
রাত্রি ৯টা ৩৩ মিনিট-এ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম
রাত্রি ৯টা ৪৩ মিনিট-এ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত।
গ্রিন লাইন
রবিবার গ্রিন লাইনে মোট ১১২টি পরিষেবা (৫৬ আপ ও ৫৬ ডাউন) চালানো হবে, যেখানে সাধারণ দিনে থাকে ১০৪টি ট্রেন।
সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত দুই দিকেই প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে। শেষ ট্রেনের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।
প্রথম পরিষেবা
সকাল ৭টা ; হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ (আগে ৯টা ছিল)
সকাল ৭টা ২ মিনিট ; সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান (আগে ৯টা ২ মিনিট ছিল)
শেষ পরিষেবা
রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিট ; হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ
রাত্রি ৯টা ৪৭ মিনিট ; সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান
ওই দিনে ইয়েলো লাইন-এ স্বাভাবিক পরিষেবা থাকবে। যদিও রবিবার হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মে পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইন পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

সেনকোর শগুন ক্যাম্পেইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৮৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঐতিহ্যবাহী ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গয়না বিক্রেতা সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস উৎসবের মরশুমে তাদের ধনতেরাস শগুন ক্যাম্পেইন চালু করল। দেশজুড়ে সেনকোর ১৯২ শোরুম রয়েছে। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস তাদের এই ক্যাম্পেইনে হলুদ সোনা, হীরা, অ্যান্টিক এবং পোলকিতে নানা ডিজাইনের সম্ভার নিয়ে এসেছে।

প্রত্যেকটি ডিজাইনের সঙ্গে রয়েছে আশীর্বাদের প্রতীক, যা আনন্দ ও সমৃদ্ধি আনবে।

অক্টোবর মাসে রাজ্যে এসআইআর পর্ব শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে এখন এসআইআরের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। তবে নির্বাচন কমিশনের সূত্র অনুযায়ী, চলতি অক্টোবর মাসে রাজ্যে এসআইআর পর্ব শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধ প্রক্রিয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আগুন নিয়ে খেলবেন না! অ্যাকশন হলে রিঅ্যাকশনও হবে!' এসআইআর-এ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং এ রাজ্যে এই প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিইও মনোজ আগরওয়ালকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মনোজের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'বড্ড বেশি আধিকারিকদের হুমকি দিচ্ছেন। আশা করি, তিনি বেড়ে খেলবেন না!' সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য; 'সিইও-র বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সময় হলে বলব।' ফলে এরাজ্যে এসআইআর এর প্রক্রিয়া নিয়ে আরো মেপে পা ফেলছে কমিশন।

তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের জাতীয় সূচি অনুযায়ী, ১৮ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে ছুটি থাকায় ওই সময়ে কোনও নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সম্ভাবনা নেই। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর মনে করছে, কমিশন চাইলে ১৮ অক্টোবরের আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ দিনের প্রক্রিয়াগত সময় দিতে হবে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। পাশাপাশি ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক ম্যাপিংয়ের কাজও শেষ পর্যায়ে পৌঁছয়নি। ফলে, বর্তমান অবস্থায় এসআইআর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

২৬-র ভোটকে সামনে রেখে এবারে বঙ্গ বিজেপির নেতাদের সঙ্গে বিজয়া সম্মেলন করবেন মোদী

বিপ্লব চক্রবর্তী

সামনেই কালীপুজো। তার ঠিক আগেই ফের রাজ্য সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ইতিমধ্যেই দুর্গাপুজোর আগে তিনবার রাজ্য সফরে এসে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এবার ফের দুর্গা পুজো মেটার পরই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মূলত, কালী পুজোর আগে রাজ্য সফরে আসার কারণ বিজয়া সম্মেলন। রাজ্য বিজেপির নেতারা কেন্দ্রীয় নেতাদের জানিয়েছেন তারা এরাজ্যে একটি বিজয়া সম্মেলন করতে চান। আর সেটি হবে কলকাতায়।

যদি প্রধানমন্ত্রী সেই বিজয়া সম্মেলন সভায় আসেন তবে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা আলাদা মাত্রা নেবে। দুর্গাপুজোর আগে নতুন জিএসটি হার ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই নিয়ে সারা দেশ জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রী প্রচার অভিযানও চালাচ্ছেন। অন্যদিকে, চলতি বছরেই রয়েছে বিহার বিধানসভা নির্বাচন। বিহারের ছট ও দীপাবলির উপহার হিসেবে জিএসটি কতটা বিহার নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে সেটাও দেখার বিষয়। এছাড়াও দুর্গাপুজোর আগেও জিএসটি লাগু হয়ে গিয়েছিল।

সেই বার্তাই মূলত এরাজ্যে এসে ফের দেবেন প্রধানমন্ত্রী সেটা বলাই বাহুল্য। বিজেপির কেন্দ্রীয় দুই নির্বাচনে দায়িত্ব পাওয়া নেতা ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসে বৈঠক করে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ও বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্ব পেয়েছেন। দায়িত্ব পাওয়ার পর রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। আর সেই বৈঠকেই রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এখন বিষয় প্রধানমন্ত্রী কতটা সময় দিতে পারবেন। কারণ চলতি সপ্তাহেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে পারে। আর সেই জন্য প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত থাকবেন বিহার এর নির্বাচনী জনসভার জন্য। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন তারা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে জানাবেন গোটা বিষয়টি।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২৪ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার

নিয়ম ভেঙে পশ্চিমবঙ্গে ইআরও নিয়োগ
নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পদে নিয়োগ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক ছড়িয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের একাধিক জেলায় নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (এলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ইআরও) পদে নিয়ম ভঙ্গ করে নিয়োগ করা হয়েছে। শুভেন্দুর দাবি, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী এসডিও, এসডিএম বা আরডিও পদমর্যাদার আধিকারিকেরাই ইআরও হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারেন। কিন্তু বহু জেলার জেলাশাসকেরা সেই নিয়ম অমান্য করে জুনিয়র অফিসারদের এই পদে বসিয়েছেন। এতে কমিশনের নির্দেশিকা সরাসরি লঙ্ঘিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এক্স-এ পোস্ট করে

শুভেন্দু জানান, মোট প্রায় ২২৬টি নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তিনি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছেন, দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সঠিক যোগ্যতার আধিকারিকদের পুনর্নিয়োগ করে পরিস্থিতি সংশোধন করতে। শুভেন্দু আরও জানিয়েছেন, কমিশনের কাছে তিনি কয়েকজন ইআরও-র নাম ও বিবরণ পাঠিয়েছেন যাঁরা মানদণ্ড পূরণ করেন না। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি রাজ্যের বুথ লেভেল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে; একজন বৈধ ভোটারের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না যায় এবং কোনও অবৈধ নাম যেন ভোটার তালিকায় না থাকে। ভুল হলে তার দায় পড়বে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র ওপরেই। এদিকে, বাগদার একটি অনুষ্ঠানে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক এই ইস্যুতে বিজেপিকে পাল্টা আক্রমণ করে বলেন, যদি বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায় তবে দায় নিতে হবে এলাকার বিজেপি নেতৃত্বকে। তিনি সতর্ক করে বলেন, মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৃণমূল প্রস্তুত, প্রয়োজনে প্রতিবাদ আরও তীব্র হবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, বিগত সপ্তাহে পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলায় প্রায় সাড়ে চারশো বিএলও-কে নিয়ে বৈঠক হয়েছিল। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার স্পষ্ট বার্তা দেন; ভোটার তালিকার প্রস্তুতিতে কোনও ধরনের পক্ষপাত বা ত্রুটি বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এখন মূল আলোচ্য বিষয়, শুভেন্দুর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কত দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং প্রয়োজনে সংশোধনের পথে যায় কিনা।

উত্তরবঙ্গে দুর্গতদের জন্য গড়িয়াহাট বাজারে অর্থ সংগ্রহ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

এবার টোটোতে নম্বর প্লেট, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে অনিয়ন্ত্রিত টোটোর দৌরাত্ম্য রুখতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি টোটোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হবে এবং দেওয়া হবে অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর-সহ নম্বর প্লেট। টোটোর গায়ে লাগানো থাকবে কিউআর কোডযুক্ত স্টিকার।

শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী জানান, টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতেই এই উদ্যোগ। চিহ্নিতকরণের কাজ ১৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। এরপর নির্ধারিত পথ ছাড়া কোনও টোটো চলাচল করতে পারবে না। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

রাজ্যে ঠিক কত লক্ষ টোটো চলছে, তার নির্ভুল পরিসংখ্যান এখনও প্রশাসনের কাছে নেই। কিন্তু টোটো নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগ, যানজট, এবং অটো, বাস চালকদের অসন্তোষ বহুদিন ধরেই প্রশাসনের নজরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টোটো বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও পরিবহণ দপ্তর এখন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, অব্যবস্থা চলবে না।

শৃঙ্খলা আনতে কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

রেজিস্ট্রেশনের জন্য দিতে হবে ১,০০০ টাকা, এবং ছয় মাস পর থেকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে দিতে হবে অর্থাৎ বছরে মোট ১,২০০ টাকা। পাশাপাশি টোটো চালকদের বিমার আওতায় আনার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অনলাইনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সরকারি সহায়তা কেন্দ্র থেকেও করা যাবে। পুলিশ, পরিবহণ দপ্তর এবং টোটো ইউনিয়নগুলি যৌথভাবে মাঠে নামবে চিহ্নিতকরণের জন্য। কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর কোনও অবৈধ বা অচিহ্নিত টোটো রাস্তায় নামতে পারবে না। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সব টোটো নম্বর পাওয়ার পর ভবিষ্যতে রাস্তায় 'জোড়-বিজোড়' নম্বর ভিত্তিক চলাচলের বিধি আনার চিন্তাভাবনাও চলছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতেই এই নীতি কার্যকর করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসন মনে করছে, এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন শহর ও মফঃস্বলে টোটো চলাচলে শৃঙ্খলা আসবে, তেমনই পরিবহণ খাতে রাজ্যের রাজস্বও বাড়বে। নাগরিক দুর্ভোগ রোধের পাশাপাশি চালকদেরও এক সুরক্ষিত ও স্বীকৃত জীবিকা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

আনন্দপুরে সহপাঠীকে ধর্ষণ, পলাতক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আনন্দপুর: আনন্দপুরে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতা ওই ছাত্রী এই শহরেরই একটি বেসরকারি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন। তবে নির্যাতিতার বাড়ি ব্যারাকপুরে। পড়াশোনার কারণে কলকাতায় থাকেন বাড়ি ভাড়া করে। অভিযোগ, গত ২৬ তারিখ তাঁর এক বন্ধু ওই ভাড়া বাড়িতে আসেন। সেখানেই তাঁকে মাদক খাইয়ে বেহুঁশ করে ধর্ষণ করে ওই বন্ধু। এরপর গত ৮ অক্টোবর আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ছাত্রী। তারপরই মাঠে নামে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত নির্যাতিতার সহপাঠী। তিনি ফ্ল্যাটে কিছু জিনিস ফেলে গিয়েছেন এ কথা বলেই তিনি ফ্ল্যাটে ঢোকেন। নির্যাতিতা যে ফ্ল্যাটে ভাড়ায় থাকেন সেখানেই থাকেন অভিযুক্তের এক বান্ধবীও। ঘটনার সময়ে সেই বান্ধবী ছিলেন না বলে জানা যাচ্ছে। ফ্ল্যাটে আসার পর ওই ছাত্রীকে কিছু খাবার ও তার সঙ্গে মাদক খাইয়ে দেয় ওই যুবক। কিছু সময়ের মধ্যে ওই তরুণী সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এমনটাই পুলিশের কাছে অভিযোগের সময় জানিয়েছেন ওই তরুণী। ইতিমধ্যেই ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুরোদমে তদন্তও চালাচ্ছে আনন্দপুর থানার পুলিশ।

অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে এও জানা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই ওই ছাত্রীর মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। গোপন জবানবন্দির জন্যও আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে। আগামী ১৩ তারিখ আলিপুর আদালতে সেই গোপন জবানবন্দির প্রক্রিয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। তবে অভিযুক্তকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। সে পলাতক। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের বাড়ি সন্তোষপুর এলাকায়। তাঁর খোঁজে পুরোদমে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। তার খোঁজে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছেন অভিযুক্তের ও নির্যাতিতার অন্যান্য বন্ধুদেরও। এদিকে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন নির্যাতিতা।

দুর্গাপুজোয় স্ট্রিট ফুডের মান অনে কক্ষেত্রেই ছিল নিম্নমানের, জানাল কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোয় বিভিন্ন মেগা বাজেটের পুজো মণ্ডপের পাশে বসেছিল নানা ধরনের খাবারের স্টল। কী ছিল না সেখানে! নানা ধরনের বিরিয়ানি থেকে শুরু করে হরেক রকম রোল, সঙ্গে আরও কত জিভে জল আনা খাবার। আর এই সব স্টল থেকে বিক্রিও হয়েছে দেদার খাদ্য সামগ্রী। এদিকে এই সব স্টলের খাদ্যের মান কেমন তা নিয়ে অভিযান চালানো হয় কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে। আর এই অভিযানের পর সামনে এল এক বিপজ্জনক তথ্য। বহু স্টলেই নাকি বিক্রি হয়েছে ভেজাল ও বিষাক্ত খাবার। পাশাপাশি পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে এও জানানো হয়, একাধিক খাবারের নমুনা এতটাই নিম্নমানের যা খেলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা ছিল প্রবল। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি অফিসাররা দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর, দেশপ্রিয় পার্ক ও বালিগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ১৬৫টি খাবারের নমুনা সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে আটটি নমুনা পরীক্ষায় মারাত্মকভাবে নিম্নমানের বলে ধরা পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সবথেকে বেশি সমস্যার উৎস হিসেবে দেখা গেছে বিরিয়ানিকে। এই প্রসঙ্গে পুরসভার এক আধিকারিক জানান, 'বিরিয়ানিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এমন রং ব্যবহার করা হচ্ছিল যা খাবারের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। এই রং শরীরে গেলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। পাশাপাশি স্বাদ বাড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছিল নানা নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ, যা অন্ত্র ও ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।' কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি আধিকারিকেরা ওই সমস্ত দোকানের খাবার বিক্রি বন্ধ করে দেন এবং পুজো উদ্যোক্তাদের সতর্ক করেন। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, নিম্নমানের খাবার বিক্রি করা দোকানগুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুজোর চারদিন জুড়ে চলেছিল পুরসভার ভ্রাম্যমাণ খাদ্য নিরাপত্তা ইউনিটের অভিযান। চলন্ত ল্যাবরেটরিতে খাবারের নমুনা পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গেই দোকানদারদের রিপোর্ট ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে জানান কর্তারা।

তৃণমূল প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি ত্রিপুরার রাজ্যপালের, নেটদুনিয়ায় হাসির রোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ত্রিপুরার রাজ্যপাল এন ইন্দ্রসেনা রেড্ডির সঙ্গে দেখা করতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল প্রতিনিধিরা ফিরে আসতে বাধ্য হন। ওই সময় রাজ্যপাল দিল্লিতে অবস্থান করায় ভবিষ্যতে দেখা করার কথা জানানো হয়। এই ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নেটিজেনরা তৃণমূলের কার্যকারিতা ও নেতৃত্বকে প্রশ্ন স্বরূপ কঠোর ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছেন। দেবাশিস ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন, ছিঃ কুণাল! জয় চৌধুরী বলেছেন, নাটকের পার্টিকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরার মানুষ! আর মিতালি চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের অতি বুদ্ধিমান কিছু মানুষ ছাড়া এদের কেউ কোথাও পোছে না। এছাড়া শ্যামল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ ধর ও আরও অনেকে দলের ব্যর্থতা ও নাটকীয়তা নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন। তৃণমূল দল আগরতলায় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করলেও রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। দলের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের সচিবকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। এই ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমে তৃণমূলের সমালোচনা তীব্র হয়েছে। এভাবে ত্রিপুরার রাজ্যপালের সঙ্গে তৃণমূল প্রতিনিধিদের দেখা না হওয়া এবং এর ফলে সৃষ্ট সমালোচনার বিষয়টি দেশে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে।

জাতীয়স্তরে মুক্তি পেল শিবু ও নন্দিতা পরিচালিত 'রক্তবীজ ২'। তারই সাফল্য কামনায় পুরী জগন্নাথ ধামে পুজো দিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।

এগ রোলের দোকান থেকে সুজিত বসু দশ হাজার কোটির মালিক হলেন কী করে, প্রশ্ন অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে শুক্রবার কলকাতার একাধিক জায়গায় হানা দেয় ইডি। রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর সল্টলেকের অফিস-সহ রেস্তোরাঁয়ও তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। এই তল্লাশি অভিযান নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, বামআমলে সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গী থাকাকালীন সুজিত বসুর একটা এগরোলের দোকান ছিল। এখন সুজিত বসু কমপক্ষে দশ হাজার কোটি টাকার মালিক। সুজিত বসু এত বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন কি করে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, সুজিত বসুর কোনও ব্যবসা নেই। অথচ তিনি এত টাকার মালিক হলেন কি করে। তাঁর দাবি, গ্রেপ্তার করে এঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, স্কুল এবং পুরসভা নিয়োগে মদন মিত্র,

সুজিত বসু এবং পার্থ ভৌমিকরা 'নেক্সাস' হিসেবে কাজ করেছে। এঁরা স্কুল কিংবা পুরসভায় নিয়োগে চাকরি বিক্রি করেছিল। তাঁর দাবি, পুকুর কিংবা নয়ানজুলি ভরাট করে এবং নিয়োগ দুর্নীতি করে এঁরা হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়েছে। এগরোলের দোকান থেকে আজ সুজিত বসু হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক। সিমেন্ট বালির ব্যবসা একটা পরিবার কিভাবে বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা জমা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং।

গোলপার্কে উদ্ধার মধ্যবয়স্কের পচাগলা দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গোলপার্কের গড়িয়াহাট রোডের এক ফাঁকা বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির পচাগলা দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মনোতোষ কুণ্ডু (৫৫)।

যে বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়, তারই নিচের তলায় দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করতেন তিনি। জানা গিয়েছে, মনোতোষবাবু ওই বাড়িতেই একা থাকতেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত কয়েক দিন ধরেই দোকান খোলা দেখা যায়নি। তাঁকেও দেখতে পাওয়া যায়নি বাড়ির বাইরে যেতে আসতে। শনিবার রাতে বাড়ি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে। সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ পৌঁছে বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতর ঢোকে। উদ্ধার করা হয় ৫৫ বছর বয়সি মনোতোষ কুণ্ডুর দেহ। ততদিনে দেহে পচন ধরেছে, কিছু অংশ গলেও গিয়েছে। মৃত্যুর সঠিক এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একাই থাকতেন মনোতোষ, সেই সংক্রান্ত কোনও কারণে তিনি অবসাদে ভুগছিলেন কি না, সেই তথ্য নিয়েও ভাবছে পুলিশ।

১২০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় কলকাতায় অভিযান ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার সকালে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় চলছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের অভিযান। যদিও এই অভিযানের পিছনে রয়েছে ১২০০ কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনা। তারই তদন্তের জন্য এদিনের এই অভিযান বলে জানানো হয় ইডি-র তরফ থেকে। এক্ষেত্রে একটি গয়নার সংস্থা ভুয়ো ঋণ নিয়ে এই জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ। ১২০০ কোটির কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। আর এটা একটা ব্যাংক থেকে করা সম্ভব নয় বলেএই জালিয়াতিতে অন্তত ২৫টি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে বলে

অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ঋণ নেওয়ার জন্য একাধিক ভুয়ো সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল বলে খবর। আর এই বিপুল টাকার কেলেঙ্কারি জন্য গয়নার সংস্থাটির কর্তৃপক্ষ আর্থিক প্রতারণার একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই নেটওয়ার্কের সাহায্যেই ১২০০ কোটি টাকা লোন নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ইডির একজন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক জানান, ওই গয়নার সংস্থার অফিস, মূল মালিকের বাড়ি, উচ্চপদস্থ কর্মী ও একাধিক কর্মচারীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এই তল্লাশির মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হয় বলেও জানান তিনি।

এদিকে এ দিন উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকার ৮এ সরকার লেনেও চলে ইডি তল্লাশি। বিশাল পাতোড়িয়া নামের এক চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলে। জানা গিয়েছে, বিশাল স্টক ব্রোকারের কাজও করেন বিশাল পাতোড়িয়া। সূত্রের খবর, এখানে ব্যাংকিং প্রতারণার অভিযোগে তল্লাশি অভিযান ইডি আধিকারিকদের। কারণ, ওই সিএ এই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে সন্দেহ করছে ইডি। আর সেই কারণেই তার বাড়িতে চলে তল্লাশি। একইসঙ্গে চলে বিভিন্ন প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এক আধিকারিক জানান, 'আর্থিক দুর্নীতি নির্মূল করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তারই ফলস্বরূপ এই অভিযান। যারা ব্যাংকিং ব্যবস্থার অপব্যবহার করে, তাদের বিচারের আওতায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

পুলিশ এবং সেনায় চাকরির টোপ দিয়ে প্রতারণা, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীতে দিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ব্যারাকপুর মোহনপুর থানার পুলিশ দুই প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, পুলিশ ও আর্মিতে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘিদাহ বিড়লা গেট সুকান্ত পল্লি এলাকায় একটি বাড়িতে ভুয়ো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেকার যুবক-যুবতীরা টাকা বিনিময়ে প্রশিক্ষণ নিতেন। গ্রামবাসীদের চোখে ধুলো দিয়ে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা চক্র চলছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মোহনপুর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে ওই বাড়িতে হানা দিয়ে গোপাল দাস ও নির্মল মাইতি নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। চাকরি দেওয়ার প্রতারণা চক্রের হদিস মেলায় স্তম্ভিত গ্রামবাসীরা।

১৪ অক্টোবর থেকে শহরের চারটি জায়গায় বসবে বাজি বাজার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজো ও দীপাবলির আগে পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ১৪ অক্টোবর থেকে শহরের চারটি জায়গায় বাজি বাজার বসছে। শহিদ মিনার সংলগ্ন মাঠ, উত্তর কলকাতার টালা ময়দান, দক্ষিণ কলকাতার বেহালা এবং ইএম বাইপাস লাগোয়া কালিকাপুর মাঠে। ১৪ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত বাজার চলবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। বড়বাজার ফায়ারওয়ার্কস ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু দত্ত বলেন, আনুমানিক ৫০টি দোকান রাখার চেষ্টা চলছে। টালা বাজারের উদ্যোক্তা শুভঙ্কর মান্না জানিয়েছেন, টালাতে ১৪ অক্টোবর থেকে ৪৪টি দোকান বসবে। সমস্ত বাজারগুলোতে কেবল পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি বিক্রি করা হবে। তবে কোনটা 'সবুজ বাজি' তা যাচাই করার উপায় নিয়ে প্রত্যেক বছরই বিতর্ক দেখা দেয়। কিউআর কোড বাধ্যতামূলক রাখার প্রস্তাব নিয়ে সঙ্গত প্রশ্ন উঠেছে ; ব্যবসায়ী ও প্রশাসন দু'পালেই বিভক্তি রয়েছে। বড়বাজার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ধ্রুব নারুলা বলেন, এবার আলাদা করে বাজির প্যাকেটে কিউআর কোড থাকা বাধ্যতামূলক নয়। সরকারি অনুমোদিত প্রস্তুতকারকদের তালিকা থাকবে; সেই প্রস্তুতকারকদের তৈরি বাজিই বৈধ। পুরনো বক্সে কিউআর কোড থাকলে তা থাকবে। তিনি জানান, পুলিশ অবৈধ বাজি আটকানোর কাজ চলাচ্ছে এবং 'পপ' নামের

বেআইনি বাজিগুলি শনাক্ত করে ধরা হচ্ছে। পরিবেশ কর্মী নব দত্ত বলেন, কিউআর কোড নিয়ে বিভ্রান্তি দীর্ঘদিন থেকে বিদ্যমান। আমরা ইতিমধ্যে হাইকোর্টে বিষয়টি তুলেছি; সরকার থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা চাই। প্রয়োজনে আবারও আইনি পথ নেব। তাঁর উদ্বেগ; প্রস্তুতকারকদের তালিকা থাকলেই যে নিরাপত্তা মিলবে, তা নয়; নকলের সম্ভাবনা রয়ে যায়। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, কিউআর কোড, প্রস্তুতকারক তালিকা ও প্যাকেট লেবেলিং নিয়ে পরবর্তী বৈঠকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রশাসন বলছে, বাজারে অনুমোদিত প্রস্তুতকারকদের পণ্য ছাড়াও অবৈধ ও বিপজ্জনক পণ্যের বিরুদ্ধে কড়া নজর রাখা হবে। নিরাপত্তা, দুর্যোগপ্রবণতা ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ টিমের ডেপ্লয়মেন্টও নির্ধারিত হয়েছে।

EKDIN 11.10.2025 PAGE 4_Layout 1 10/10/2025 3:01 PM Page 1

সম্পাদকীয়

শিশুদের অধিকার ও শৈশব রক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বাবা, মায়ের বিচ্ছেদ হলে সন্তান কার হেফাজতে থাকবে, এই নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। বাস্তবে এই সমস্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই লড়াই আইনের দরজায় চলে আসছে। তাঁকে নিয়ে বাবা, মায়ের টানাটানি শিশুটির ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ তৈরি করে। এতে বিপন্ন হচ্ছে শৈশব। লঙ্ঘিত হচ্ছে শিশুর অধিকার। হেফাজতের মামলা চলাকালীন শিশুর অধিকার ঠিক কতটা, তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। তাতে ওপরের সমস্যাটাই ওঠে এসেছে বারবার। এটা বলাই যায়, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ মামলা যত বাড়ছে, তত শিশুকে নিয়ে হেফাজতের মামলায় তিক্ততাও বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে কোনও পক্ষ আবার নিষ্পাপ শিশুদের প্রতিশোধমূলক কাজে ব্যবহার করছে। তাতে শিশুর উপর মানসিক চাপ আরও বেড়ে যাচ্ছে। এই জনস্বার্থ মামলাগুলির ভিত্তিতে এবার গাইডলাইন করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। যেখানে শৈশব ও শিশুর অধিকারকেই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশিকাকে প্রায় সবমহল থেকে স্বাগত জানানো হয়েছে। সবাই বলছে, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আদালত দেরিতে হলেও সঠিক রাস্তাই দেখিয়েছে। নতুন নিয়মাবলিতে উচ্চ আদালত স্পষ্ট বলেছে, যদি বাবা অথবা মা অন্য কোনও সম্পর্কে যুক্ত হন, তবে নতুন পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। পারিবারিক আদালতগুলি মনোবিদদের পরামর্শ নিয়ে তা নিশ্চিত করবে। শিশুর ভরণপোষণ, পড়াশোনা এবং হেফাজত নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না-হওয়া পর্যন্ত কোনও বিচ্ছেদ চূড়ান্ত করা যাবে না। শিশুর হেফাজত চেয়ে যে সমস্ত বাবা,মা আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন, তাঁদের শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা আগে আদালতকে দেখাতে হবে। পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে শিশুর হেফাজত নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার চেষ্টা করবে পারিবারিক আদালত।এমনকী বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হলে শিশু কার কাছে থাকবে, আদালতে এই মামলা চলাকালীন অন্য কাউকে 'বাবা' বা 'মা' বলে ডাকতেও বাধ্য করা যাবে না শিশুকে।

শব্দবাণ-৪১০

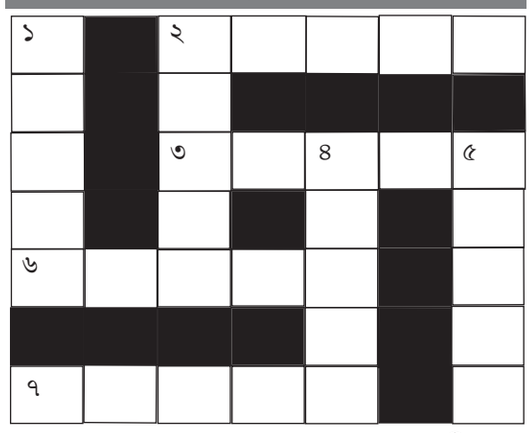

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. এইরকম, এই ধরনের ৩. মনোমালিন্য,ঝগড়া ৬. বিবিধ ৭. যে লোকে বা জগতে সর্বদাই আনন্দ বিরাজ করে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দেহ ও মনের সম্পূর্ণ গতিরোধ ২. ক্ষমতাশালী ৪. রাষ্ট্রের অর্থ দপ্তর ৫. আতশকাচ।

সমাধান: শব্দবাণ-৪০৯

পাশাপাশি: ১. ডালিয়া ২. অভাগা ৫. বিষাক্ত ৮. চরাট ৯. আলাপ

উপর-নীচ: ১. ডাঙ্গর ৩. গাঙ্গিনী ৪. নৈষাদ ৬. খরচ ৭. ক্ষত্রপ।

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়প্রকাশ নারায়ণ

১৯০২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ 'ভারতরত্ন' জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হার্দিক পান্ডিয়ার জন্মদিন।*

উত্তরবঙ্গে নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষের কথা তার সাহিত্যকর্মেও সুদূরপ্রসারী

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি অতি ভারী বৃষ্টিপাতে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য উপত্যকা জুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যুমিছিল থেকে সর্বস্বান্ত মানুষের তীব্র আর্তি ও হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে। এ রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছবি পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাবিভাজিত উত্তরবঙ্গের মানুষ অনেকদিন দেখেনি। অথচ বন্যাকবলিত নদী ভাঙনের গল্প উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন জুড়ে নানাভাবেই প্রকাশমুখর । কথায় আছে 'নদীর পাড়ে বসে, দুঃখ বারোমাস ।' নদীমাতৃক বাংলা'র কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় নদীর কথা অভিনব কোনও বিষয় না। নদীকেন্দ্রিক যাপিত জীবনের কথা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু মানুষের অদম্য চাহিদা মেটানোর খেসারত দিতে গিয়ে নদীকে কখনও মানুষের উপরেই ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়ে গতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হতে হয়েছে, কখনও তা করতে ব্যর্থ হয়ে তার নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আর তাই 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'র নদী তীরবর্তী 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি' ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে অবশেষে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে কালান্তরের ভারবহনে অক্ষম হয়ে পড়ায় নদীকেই গতি শূন্য করে দেহত্যাগ করতে হয়েছে। বিষয়গুলি একালে আরও প্রকট হয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই তা সংবাদের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেও নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাংলার উত্তর-দক্ষিণ সব একাকার । উত্তরবঙ্গের কথাকারের সাহিত্যেও তার পরিচয় অনেক আগে থেকেই নিবিড় হয়ে উঠেছে । এরকমই দুটি গল্পগ্রন্থের একটি তৃপ্তি সান্ত্রা'র 'অষ্টমীটোলা' (অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০৬) এবং শচীন দাশের 'সাহিতোর সেরা গল্প'(দীপ প্রকাশন, ২০০৬)। প্রথমজনের গল্প জুড়ে উত্তরবঙ্গের নদী ভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষের কথা প্রকট হয়ে উঠেছে ।

তৃপ্তি সান্ত্রা কবি হিসাবেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু তাঁর প্রথম গল্পের বই 'অষ্টমীটোলা'র গল্পগুলি বিভিন্ন নামীদামি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর পরিচয়ের পরিধিকে অনায়াসেই বাড়িয়ে দিয়েছে। বইটিতে মোট বাইশটি গল্প রয়েছে। বইটির নামকরণ, প্রচ্ছদপট এবং উৎসর্গ পত্রের 'ভাঙন বেলায় / ভাঙন পাড়ের অসংখ্য / আমাদের' কথা কয়টি মিলিয়ে নিয়ে পাঠক সহজেই গল্পগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারেন। তাছাড়া লেখিকা মালদারই অধিবাসী। আর প্রতি বর্ষায় এই জেলার বিহার-সীমান্ত লাগোয়া গঙ্গা ও পাগলা প্রভৃতি নদীর রোষে ভাঙন পাড়ের সর্বস্বান্ত পরিবারগুলির অসহায় জীবনের যাপনচিত্র কীভাবে বদলে যায়, তা বর্ষার জলের মতো সংবাদের শিরোনামে অধিকার করে বসায় সচেতন মানুষের দৃষ্টি আপনাতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে গল্পগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকের ধারণায় ফাঁক থাকলেও তাতে খাঁকি থাকে না। কিন্তু নিতান্তই সংবাদের জন্য, কিংবা, ভাঙনের ফলে মানুষের জীবন কীভাবে বদলে যাচ্ছে, তা জানানো বা জানার জন্য কেউ গল্প লেখে বা পড়ে না। গল্পের গাল্পিক চাহিদা তো শুধুমাত্র সংবাদের প্রতিবেদনে বা তথ্যের বিবরণে মেটে না, কিংবা, মেটানো যায় না। সেজন্য সংবেদনশীল গল্পকারকে তথ্যের চেয়ে তত্ত্বের, চিত্রের চেয়ে চিত্তের, বুদ্ধির চেয়ে বিবেকের উপর দাঁড়াতে হয়। সেদিক থেকে তৃপ্তির গল্পের লেখনীর সূচিমুখ কখনও শ্লথ হয়ে পড়েনি, বরং একটু বেশি মাত্রাতেই সচল হয়ে উঠেছে। আর তাই তাঁর লেখনী অনায়াসেই সাংবাদিকের দৃষ্টিকে ভেদ করে রক্ত-মাংসের মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। এজন্য দেখা যায়, যে গল্পের নামে বইরের নামকরণ সেই 'অষ্টমীটোলা'র অষ্টমী যার ব্যক্তিনামের সঙ্গে 'টোলা' যুক্ত হয়ে সেই অঞ্চলের স্থাননামের সারিতে বসেছে, তার অলীক কল্পনাকেও গল্পকার অসাধারণভাবে মেলে ধরে আনমনা পাঠককেও তার শরিক করে তুলেছেন 'গাঁয়ের মরদ বউ বিটি হেঁদু মুছলমান ধনী গরিব সবাই জানে আজ যেখানে ঘর গেরস্থালি, সামনের বা পরের বর্ষায় যেখানে বেবাক পানি — জল। তবু অলৌকিক যদি কিছু ঘটে ! জল যদি আবার পুরোনো পথে চলে। আশ্চর্য জোছনা রাতে পশ্চিমের ধূ ধূ বালুচরের ওপর বসে থাকা কোনো এক জোছনা শরীরের জন্য গঙ্গা যদি পাগল হয়ে সেদিকে ছোটে। এরকম ভাবতে গিয়ে অষ্ট বোঝে— তা হবার নয়। গঙ্গা কি পুরুষ মানুষ যে লক্ষ্মী ঠাকরুণকে দেখে ছুটবে? সে বরং পাগল হবে পাগলার সঙ্গে মেশার জন্য। পাগল কি পুরুষ? এইরকম একটা প্রশ্ন করেওছিল সে হেনাবৌদিকে।'

অন্যদিকে তৃপ্তি তাঁর ভাঙনের গল্পে ভাঙনের বাহ্যিক প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের যাপিত জীবনের ভাঙাগড়ার অন্তর্ভেদী হাহাকারকেও নিবিড় করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন। সেদিকেও তাঁর লেখনী সফলতা লাভ করেছে। কিন্তু বাইশটি গল্পের মধ্যে মাত্র ছয়টি গল্পেই (যথা, 'যামিনীর জপতপ', 'গোলাজলের উর্দি', 'অষ্টমীটোলা', 'অথই ইংরেজি সিলেবাস', 'দেড়হাতের কলম' ও 'বিজ্ঞাপন বিরতি'।) নদী ভাঙনের কথা উঠে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের পাঠভাবনায় অপর ষোলোটি গল্পের বিষয় নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিতে পারে। অথচ সেগুলিও ভাঙনের গল্প। তবে তা প্রাকৃতিক নদীর নয়, জীবন-নদীর। সেখানে যেমন আধুনিক ভোগবাদী সমাজে মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক গতিময় জীবনের ভাঙাগড়ার জলছবি (যেমন, 'গতিজাড্য', 'মোহনবাঁশি', 'অপরাজিতা', 'নেক্সট্', 'ডেলি পাসেঞ্জার', 'চিঠির ডানায়', 'লাল কালির দিন' প্রভৃতি গল্পে), তেমনই তাতে এসেছে দারিদ্রপীড়িত জীবনের করুণ অথচ নির্মম বাস্তব চিত্র (যেমন, 'একলা মে', 'পাউচ প্যাক' প্রভৃতি গল্পে)। শুধু তাই নয়, একজন লেখিকা হিসাবে তাঁর গল্পে স্বাভাবিকভাবে নারীর সংগ্রাম তথা নারী-স্বাধীনতার বিষয়টিও উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এমনকি, তাঁর অধিকাংশ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রই নারী। তাই বলে তাঁকে নারীবাদী লেখিকা বলে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। সে প্রয়াসে তাঁর সদর্থক ভূমিকা নেই বললেই চলে। তবে আধুনিক নারীচেতনায় তাঁর পুরুষের প্রতিস্পর্ধী নারীচরিত্রগুলি অনায়াসেই পাঠকের সমীহ আদায় করে নেয়। এরকমই কয়েকটি গল্প 'দহনবেলা', 'কদমরেণুর মতো' প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর লোকসংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগে গম্ভীরা শিল্পীর করুণ পরিণতিকে নিয়ে লেখা 'দেয়ালা' গল্পটি সচেতন পাঠককে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। আবার আপাত তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে লেখা গল্পগুলিও (যেমন, 'র‍্যাশ', 'কনে দেখা ভাত' প্রভৃতি) তাঁর উপস্থাপনার প্রসাদগুণে উপাদেয় হয়ে উঠেছে।

আপন লেখায় নিজস্ব চরিত্র গড়ে তোলার মধ্যেই লেখকের স্বতন্ত্রতা গড়ে ওঠে। সেদিক থেকে তৃপ্তি সান্ত্রা তাঁর গল্পকার সত্তার স্বতন্ত্রতাকে প্রথম গল্পের বইয়েই

মেলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। একজন গল্পকার হিসাবে তাঁর এই স্বকীয় প্রতিভা বাংলা গল্পের ধারাকে আরও পুষ্ট করতে সহায়তা করবে। আর এখানেই তাঁর গল্পগ্রন্থটির সবচেয়ে বড় সাফল্য। তাঁর গল্পের উপস্থাপনা কৌশলটি একান্তই তাঁর। কাব্যিক ভাষার আস্তরণে গল্পগুলি মোড়া। তাই সাধারণ বর্ণনাও তাঁর লেখনীতে অসাধারণ হয়ে ওঠে। যেমন, সমতল আর পাহাড়ি অঞ্চলের গাছের তুলনার মধ্যেই অনায়াসেই উঠে আসে চেনা ছকে অচেনা ভাবনার খোরাক 'কাঁঠাল জাম আম কেষ্টচূড়া---বরিন্দর গাছপালা বেশ ঢ্যাপা ঢুপা---নিজের ঘরের মেয়েছেলের মতোই। আর এই যে তরাই না ডুয়ার্স কী বলে এখানকার গাছগুলো যেন ছিলিম্ ফিল্মস্টার। কী সাংঘাতিক তাদের ইশারা। ছলা কলা। ('দেয়ালা') আবার যখন তাঁর লেখনী দারিদ্রপীড়িত নারীজীবনের করুণ কাহিনির মূককে মুখর করে তুলেছে, তখনও তার ভাষা ভেসে থাকেনি। এজন্য পয়লা মে'র ড্যান্স পার্টির দারিদ্রে জীর্ণ, দেহকে পণ্য করা সাত নাচনেওয়ালী সম্পর্কে তাঁর ভাষাও ভাবের অন্তরাল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে 'ছেঁড়া বুকের যন্ত্রণা আর চোখের জলকে বাষ্প করে তারা ঘোর ঘনঘোর মেঘ নামায় রাত জুড়ে। যে যার মতো নীল, আশমানি সবুজ, গোলাপি মেঘ তৈরি করে। যে যার মতো জাদু কার্পেট মাঠ, মায়াগাছ, মীন কন্যা, যোজনগন্ধা হয়ে ক্ষুধার্ত, রক্তাক্ত, রক্তলোলুপ, আতুর, অসুস্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লম্পট, ভাবুক, বিকারগ্রস্ত, বিকৃত মানুষকে সামলায়। তদের কারো জন্য টলটলে দিঘি হয়, কারো জন্য রসুন পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি রাখে ঝাল ঝাল ঠোঁট। জল আর আগাছার পাঁকে রাত্রি যোনিটিকে তারা মাগুর মাছের মতো খলবল করতে দেয়---আঁশবটিতে ফালাফালা করার সুখ দেয় পুরুষকে। মাতৃগর্ভের খোয়াবি কাটে না যাদের, যোনিপথে তাদের দেয় জরায়ুর আশ্রয়। স্বপ্ন দেখা তরুণের মুখে গুঁজে দেয় রূপকথা স্তন আর মেধাবী ঠোঁট। নিজেরা জানে না তাদের সমস্ত ক্রিয়ার কত যে বর্ণনা আছে কাব্য ও গানে।' ('একলা মে')

তৃপ্তি'র গল্পগুলি পাঠকের নিবিড় পাঠ দাবি করে। সাধারণভাবে আদি-অন্তের গতানুগতিক পথ ছেড়ে গল্পগুলির উপস্থাপনায় এসেছে অনুভূতির পারম্পর্যহীন যাপনচিত্র। তাই সেগুলি নিবিড় পাঠ ছাড়া রসাস্বাদন করা কখনওই সম্ভব নয়। তবে বর্ণনার অসঙ্গতি ও লক্ষ্যহীনের অতিরেকে তাঁর গল্পের গ্রন্থনে অনেক সময় শিথিলতা লক্ষ করা যায়। আবার যেখানে তাঁর গল্পে প্রতিবাদ বা প্রতিবিধানজনিত ভাবনাকে উচ্চকিত না করেও আপন বক্তব্যকে মেলে ধরার শিল্পীমূলত পারদর্শিতা বর্তমান, সেখানে তা-ই অসচেতন ভাবে প্রকটিত হওয়ায় একটি অসাধারণ গল্পের উপসংহারের শেষ বাক্যটি গল্পটির শক্ত ভিতকে স্পষ্টতাদোষে দুর্বল করে দিয়েছে। সেই 'দহনবেলা' গল্পটির শেষ বাক্য 'সবার প্রতিবাদের ভাষা সমান হয় না।' গল্পটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র রীতুর প্রতিবাদী কণ্ঠ অতর্কিতে উক্ত বাক্যে নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। অথচ বাক্যটি না লিখলেও গল্পটির প্রতিবাদের ভাষার কোনও অভাব হ'ত না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, উক্ত লাইন তৃপ্তি সান্ত্রা'র কবিতার একটি স্মরণীয় পঙক্তি। 'একটি ভ্যাট নিবেদন' গল্পের মতো আরও কিছু গল্প বাদ দিয়ে গল্পগ্রন্থটি আরও সুসংহত করলে ভালো হ'ত। এই সঙ্গে তাঁর গল্প সম্পর্কে নিজস্ব কথা ভূমিকা হিসাবে পেলে পাঠকের অন্তত একটু গল্পকার তৃপ্তি সান্ত্রাকে চিনে নেওয়ার অবকাশ মিলত। কিন্তু প্রথম গল্পগ্রন্থেই তিনি যা দিয়েছেন, তাই বা কম কীসে !

অন্যদিকে শচীন দাশ কথাসাহিত্যিক হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর 'সাহিত্যের সেরা গল্প' বইটি প্রকাশের আগেই তিনি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের সাহিত্য জীবনে প্রায় চারশো গল্প এবং পাঁচটি গল্পগ্রন্থের গল্পকার হিসাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন। সংখ্যার আধিক্যে তাঁর গল্পের পাশে উপন্যাসের অপ্রতুলতা স্বাভাবিক মনে হয়। সেদিক থেকে তাঁর 'সেরা গল্প'-এর সংকলন আপনাতেই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাই শচীনের ষোলোটি গল্পের সংকলন 'সাহিত্যের সেরা গল্প' তাঁর বহুপ্রজ লেখনীর বাছাই ফসলের উৎকৃষ্ট সম্ভার মনে করাটাই স্বাভাবিক। কিছু সংকলনটি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে যখন দেখি ষোলোটি গল্পের বারোটি গল্পেই কোনও-না-কোনওভাবে নদীর কথা উঠে এসেছে। যেখানে সেরার সংকলন, সেখানে এভাবে নদীকে উপজীব্য করে বা প্রসঙ্গ টেনে, কিংবা, অনুষঙ্গে তুলে ধরার মধ্যে লেখকের নদ-নদীর প্রতি দুর্বলতা আপনাতেই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাঁর এই নদীপ্রিয়তা এতটাই তীব্র যে গল্পের নাম থেকে গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়েও তা প্রকট হয়ে উঠেছে। নদীর প্রতি গল্পকারের অটল বিশ্বাসের ইউটোপিয়ায় পাঠকও একসময় শরিক হয়ে পড়ে। তার ফলে নদীর রাক্ষুসী ক্ষুধায় নদীপাড়ের মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুললেও তা নিয়ে গল্পের চরিত্রের নদীর প্রতি অটুট বিশ্বাসে কখনও চিড় ধরে না। সেজন্য নিত্য বছর ভাঙনের কবলে পড়ে ভিটেমাটি ছাড়ার উপক্রমের মুখেও অসুস্থ বাবার মুখে তার ছেলে শুনতে পায় 'ওই নদীই আমাদির প্রাণ, আমাদের জেবন। নদী রাখলে আমরা থাকি আবার নদী নিলেই আমরা চলি। বুঝিতেজ?' ('নদীর সঙ্গে বাস')

সেই ছেলে বুঝেছিল। তাই সে বাবার বিশ্বাসের শরিক হয়ে ওঠে এবং নিজেদের অস্তিত্ব-সংকটের চেয়ে নদীর অস্তিত্ব কীভাবে বিপন্ন হয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে, তাই নিয়ে কল্পনার রাজ্যে তার হদিসে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে। ছেলেটির এই বিশ্বাসকেই স্বভাবসিদ্ধভাবে গল্পকার জিতিয়ে দেয়। অবশেষে বাবার ভিটেমাটি ছেড়ে বাঁচার তাগিদে মাকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটি যেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তা ছিল তার বাবারই দাহস্থান। সেজন্য তার কথায় 'চমকে উঠলাম। বুঝলাম, আমরা যে উঁচু ও নিরাপদ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি এটা আমার বাবারই দাহস্থান। নদী সব গ্রাস করলেও আমার বাবাকে এখনও গ্রাস করার সাহস দেখায়নি।'

শচীনের নদীপ্রেম অত্যন্ত প্রকট । এজন্য তাঁর নদীকেন্দ্রিক গল্পগুনিতে ভাঙনের হাহাকার নেই, উল্টে নদীর বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে 'হায়-হায়' আছে। 'নদীর সঙ্গে বাস', 'যাচ্ছি অমি, বাবার খোঁজে', 'বিদ্যাধরীর মজা টাওয়ার', 'অবনীমোহনের গঙ্গা' প্রভৃতি গল্পে এই 'হায়-হায়' প্রকট হয়ে উঠেছে। আর এজন্য গল্পের মধ্যে একদিকে যেমন বর্তমানের সঙ্গে অতীত ঐতিহ্যের তারতম্য বোঝানোর জন্য নদীর সগৌরবে প্রবাহের ইতিহাসকে ফিরে দেখার জন্য জাদু বাস্তবতার আমদানি করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তাতে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে দিয়ে কল্পনা ও বাস্তবের দোলাচলে বেশির ভাগ সময়েই গল্পরস ব্যাহত হয়ে পড়েছে। যেখানে প্রমাণের দায়টাই বড় হয়ে ওঠে, সেখানে তথ্য আর যুক্তি এসে ভিড় করে । ফলে দেখানে গল্পের আবেদন শিথিল হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, প্রবণতার মাত্রা বেড়ে গেলে তা লক্ষ্যাভিমুখী হলেও একদেশদর্শী হয়ে যায় এবং অনেকসময় অপাত্রে ব্যবহারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। প্রথমটির যথার্থ উদাহরণ শচীনের 'অবনীমোহনের গঙ্গা' এবং পরেরটি তাঁরই 'নদী মিথ্যে বলে না' গল্পটি । অবনীমোহনের মাধমে গল্পকার আদিগঙ্গার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে তার বর্তমান অস্তিত্ব-সংকটের কথা উপস্থাপিত করেছেন । এজন্য নাতনি মাম্পির ভয়াবহ হাঁচিরোগের সূত্র ধরেই দাদু অবনীমোহনের ভাবনায় আদিগঙ্গার অবক্ষয়ের ইতিবৃত্ত প্রকট হতে শুরু করে। আদ্যন্ত ক্রমবিস্তারে অদিগঙ্গার ইতিহাস ও সংস্কার বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় চিঠি লেখক অবনীমোহনই হয়ে ওঠে লেখকের পরিবর্ত প্রতিভূ। ফলে উদ্দেশ্যকে বিধেয় করতে চাওয়ায় গল্পের বুড়িকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে 'নদী মিথ্যে বলে না' গল্পটিতে নদীর প্রসঙ্গটি বিশ্বাসের অতিরেকেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। গল্পে ফজর আলির মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে করে চন্দনেশ্বরের সম্পন্ন ঘরের চাষি সিরাজুদ্দিনের মেজো ছেলে কওসর মাস ছয়েক পরে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যায়। তার পৌঁছানোর একটি চিঠি পেলেও পরের তিন বছরের মধ্যে আর কোনও রকম সাড়া না পেয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন ফজর আলি অবশেষে আদালতে তাদের বিচ্ছেদের মামলা করে এবং জয়ী হয়। জাভেদ আলির মেজো ছেলে লতিফের সঙ্গে বিয়ে দিতে গিয়ে যাবে এমত অবস্থায় উর্দুতে লেখা চিঠিতে জানা যায় এক বোমারু বিমানে পা কাটা অবস্থায় কওসর এখনও বেঁচে আছে। এই সংবাদ সিরাজুদ্দিন দ্রুতপদে ফজর আলির বড়িতে বয়ে আনেন। তার অব্যবহিত পরের পর্বের গল্পকার লিখেছেন 'সারা বাড়ি খুঁজেও আয়েশাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। যাবে কী, আয়েশা যে তখন নিজের ভূমিতে। ঝোপজঙ্গল সরিয়ে জারুলের পাশে নদীখাতের সামনে বসে আছে । নদী কখনও মিথ্যে বলে না। নদী কাউকে ঠকায় না। কওসরের চোখের তলায় যে সে আবিষ্কার করেছিল এক অতল দীঘি । সেই দীঘিই কখন নদী হয়ে গেছে। তা সে নদী কখনও মিথ্যে বলে?' এই প্রশ্নটি আগের উত্তরটিকেই সুদৃঢ় করেছে, কিন্তু বিষয়টিতে গল্পের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়েছে। ফলে নদীপ্রিয় শচীনের গল্পগুলি তাঁর প্রিয় গল্প হিসাবে ভাবাটা সমীচীন নয়। সেক্ষেত্রে নদীর প্রতি তাঁর দুর্বলতার ভাষাটি পড়ে নিতে অসুবিধা হয় না ঠিকই, কিন্তু সেই ভাষাটা তো ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে হবে। অথচ সে শক্তিও তাঁর লেখনীতে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত ছিল। সেজন্য তাঁর পক্ষেই এই সংকলনেরই 'সপ্তমীর এক ইতিহাস ছ্যালো', 'পাথরের পরি', 'ভালো ছেলে', 'কথাবেচা' ও 'যদি বৃষ্টি নামে' এবং 'ইতিহাসের খোঁজখবর'-এর মতো অসাধারণ গল্প লেখা সম্ভব হয়েছে। তিনি একজন শক্তিশালী কথাকার, এই গল্পগুলিই তার প্রমাণ । সেদিক থেকে যাপিত জীবনের তিনি একজন নন্দিত কল্পকার। তাঁর সহজ সরল বাচনভঙ্গিতে সহজেই পাঠক গল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া অঞ্চলভেদে মানুষের মুখের ভাষাকে অকৃত্রিম করে মেলেধরায় তাঁর গল্পগুলি ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে এবং তাতে বৈচিত্র এসেছে। শুধু তাই নয়, গল্পকার অসাধারণ মুন্সীয়ানায় তাঁর লেখনীতে প্রাত্যহিক জীবনের জৈবিক-দৈহিক এবং মানসিক ক্ষুধার কথা ও যাপনচিত্র জীবন্ত করে তুনেছেন। এজন্য সপ্তমীর ইতিহাসে আমাদের অবিশ্বাস ঠেকে না, পাথরের পরিকেও অবাস্তব মনে হয় না, ভালো ছেলেকে চিনে নিতে অপারগ হই না এবং কথাবেচার মানুষটি সহজেই বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। এমনকি, 'যদি বৃষ্টি নামে'র অভিনেত্রী কাজরীর দেহের সব পোশাক ছেড়ে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত বৃষ্টি নামানোর হুদুমের গানের দলে ভিড়ে যাওয়ার কথাতে বিস্ময় জাগালেও বানানো মনে হয় না। আবার 'ইতিহাসের খোঁজখবর'-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ব বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপকের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহী হরপ্রীতের স্ত্রী রেখে এবং তার এনফিল্ড রাইফেল পুঁতে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি গল্পকারের উপস্থাপন কৌশলে পাঠকমনে ইতিহাসবোধ নিবিড় হয়ে ওঠে এবং যা গল্পটিকে রসোতীর্ণ করে তুলেছে। সেদিক থেকে সব গল্পগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শচীন দাশের 'সাহিত্যের সেরা গল্প' বইটি যে তাঁর মতো প্রবীণ কথাশিল্পীর সেরা গল্পের সংকলন হয়ে ওঠেনি, তা অনায়াসেই বলা যায়। সেজন্য তাঁর 'সেরা গল্প'-এর প্রত্যাশা স্বাভাবিক । অন্যদিকে নদীকেন্দ্রিক গল্পের ধারায় শচীন দাসের স্বতন্ত্রতা তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। গল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর শিল্পিত রূপ নানাভাবেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে । সেদিক থেকে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শচীন দাশ ও তৃপ্তি সান্ত্রার স্বতন্ত্র ভূমিকাই যে নদী ও অনিকেত জীবনের পরিচয়কে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে,তা অনস্বীকার্য ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দকথা

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেনঃ

''আমি দুর্গা দুর্গাবল মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।।

''আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, 'মা,এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাশুদ্ধি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।'

(ব্রাহ্মণভক্তদের প্রতি) — একটি রামপ্রসাদের গান শোন ঃ

''আয় মন, বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বারাসাত ও মধ্যমগ্রামের কালীপুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত ও মধ্যমগ্রামের কালীপুজো নিয়ে দর্শনার্থী ও বারাসাতবাসী উভয়ের বিষয়েই দৃষ্টি দিতে চলেছে পুলিশ প্রশাসন। পাশাপাশি ইউনেস্কোর পুরস্কার পেতে হবে বারাসাতের কালীপুজোকে দাবি পুলিশ সুপার প্রতিক্ষা ঝাড়খারিয়ার। বারাসতের কালী পুজোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য প্রশাসনিক বৈঠকে এমনই আবেদন রাখলেন বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খারিয়া। তাতে সিলমোহর দিলেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী রথীন ঘোষ। শুক্রবার বিকেলে বারাসাত রবীন্দ্রভবনে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, পুলিশ সুপার প্রতিক্ষা ঝাড়খারিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতিশ বিশ্বাস, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ-সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে বারাসাত ও মধ্যমগ্রামের কালীপুজো নিয়ে দর্শনার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়া, গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে জাতীয় সড়কগুলিতে বিধি-নিষেধ, পুজো উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন নির্দেশিকা এবং

সার্বিক নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। পুলিশ সুপার বলেন, 'পুজোর দিনগুলোতে ট্রাফিক চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। অত্যাধিক ভিড় হলে বা কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পাশাপাশি পুজো পাসের অপব্যবহার আটকাতে পুজো পাসের নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বারাসাতবাসীর যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের পরিচয়পত্র দেখালে ছাড় পাবেন। সেই সঙ্গে যানজট এড়াতে যত্রতত্র অস্থায়ী দোকান পাটের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে।' খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, 'দীপ সম্মানের ক্ষেত্রে পুরসভাগুলিকে সাহায্য করার জন্য, কালীপুজো যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এদিন কালীপুজোর গাইড ম্যাপেরও উদ্বোধন করা হয়।'

আদিবাসী নাবালিকার খুনির ফাঁসির দাবিতে সরব স্বপন বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রামপুরহাটের আদিবাসী নাবালিকা স্কুল ছাত্রী খুনের খবর পাওয়া মাত্রই রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল রাজ্যের জেলায় জেলায় প্রতিবাদ শুরু করেছেন। গত বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার আরামবাগ বাস স্ট্যান্ডে, শ্রীপল্লি মোড়ে ও চলন্ত বাসে ও চান্দুর গ্রামে প্রতিবাদ করেন। এর আগে বর্ধমান জেলায় তারপর বীরভূম জেলার রামপুরহাটে ও তারাপীঠে প্রতিবাদের ঝড় তুলে খুনিদের ফাঁসির দাবিতে সরব হন। রামপুরহাটের থানা অন্তর্গত বারোমেশিয়া গ্রামের আদিবাসী নাবালিকা স্কুল ছাত্রী খুনের ঘটনায় সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় আদিবাসীরা প্রতিবাদ করছে। রামপুরহাটের শ্যামপাহারি এলাকার স্কুলের ছাত্রী আদিবাসী নাবালিকা। সেই স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে নাবালিকা ছাত্রী আর বাড়ি ফেরে নাই। ২০-২২ দিন পরে ঝোপ ঝাড়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় বস্তাবন্দী

পাঁচ টুকরো খণ্ড দেহ। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে ও প্রতিবাদের বক্তব্যে বলছেন, আদিবাসী নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে যারা খুন করেছে তাদের গ্রেপ্তার করে কয়েকদিন জেল হাজতে রেখে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। খুনিদের ফাঁসির শাস্তি দিতে হবে। খুনিদের কঠিন শাস্তি ফাঁসি না দিলে অপরাধীদের সাহস দিন দিন বেড়েই চলবে। নারীদের নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে জেলা প্রশাসন পুলিসকে, আইন আদালতকে কঠোর হতে হবে। রাজ্য সরকারকে ও কেন্দ্র সরকারকে সচেতন হতে হবে কঠিন আইন আনতে হবে।

ডিভিসির হাই টেনশন তার ছিঁড়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ জামুড়িয়া থেকে চান্দা যাওয়ার মূল রাস্তার শিবডাঙা মাজিপাড়া মোড়ের কাছে ডিভিসির হাই টেনশন তার হঠাৎ ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার ফলে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং দোকানদাররা তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং পুলিশকে খবর দেন। শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিরাপত্তার স্বার্থে উভয় পাশে ব্যারিকেড স্থাপন করে রাস্তা অবরোধ করে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়। ঘটনার তথ্য পাওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ডিভিসি বিদ্যুৎ বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাই টেনশন তার অপসারণ শুরু করে। পরবর্তীতে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। বর্তমানে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে এই ঘটনা বিদ্যুৎ বিভাগের অবহেলা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। স্থানীয়রা ভবিষ্যতের ঘটনা রোধে ডিভিসিকে নিয়মিতভাবে তার কার্যক্রম পরিদর্শনের দাবি জানাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা দীনবন্ধু রায় জানান যে, ৩৩,০০০ ভোল্টের একটি উচ্চ-ভোল্টেজের তার হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ে যায়, যার ফলে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বাঁকুড়ায় বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উত্তরবঙ্গে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগ তুলে এবার বাঁকুড়া শহরের স্টেশন মোড় এলাকায় রাঙ্খ স্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও পথ অবরোধ করল দলের মহিলা মোর্চার সদস্যারা। শুক্রবার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা-সহ অন্যান্যরা।

এদিন উপস্থিত বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সম্পাদিকা মীতা চ্যাটার্জী বলেন, 'তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত সাংসদ খগেন মুর্মু, ওই ঘটনার বিচার না পাওয়া পর্যন্ত দিকে দিকে আন্দোলন চলবে।' একইসঙ্গে রাজ্যে এসআইআর হলে অনেক ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কায় তৃণমূল আতঙ্কিত বলেও তিনি দাবি করেন তিনি।

জমি বিবাদ, তৃণমূল নেতাকে খুনের চেষ্টা, সন্দেশখালিতে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: তৃণমূল অঞ্চল সহ-সভাপতিকে পিটিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেপ্তার তিন। আক্রান্ত তৃণমূল অঞ্চল সহ-সভাপতি রঞ্জিত দাস। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তার উপর হামলার অভিযোগ। গ্রেপ্তার হওয়া তিন জনের মধ্যে একজন ভুয়ো সাংবাদিক বলে আক্রান্তের পরিবারের দাবি। ঘটনাটি ঘটেছে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার সন্দেশখালির খুলনা এলাকায়। জমি সংক্রান্ত সমস্যার জের ও তোলা না দেওয়ায় এই মারধর বলে অভিযোগ আক্রান্তের পরিবারের। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা সন্দেশখালির খুলনা এলাকার তৃণমূল নেতা রঞ্জিত দাস প্রাক্তন পঞ্চায়েত মেম্বার ও বর্তমানে খুলনা এলাকার তৃণমূল অঞ্চল সহ-সভাপতি। অভিযোগ, শুক্রবার সকালে রঞ্জিত দাস মোটর বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁকে রাস্তায় ধরে বাঁশ, লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে মূল অভিযুক্ত সুকান্ত দাস ও তার পরিবারের কয়েকজন। স্থানীয়রা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে খুলনা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। রঞ্জিত দাসের পরিবারের অভিযোগ, একটা জমি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সুকান্ত দাস ও তার অনুগামীদের সঙ্গে গন্ডগোল হচ্ছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায়শই সুকান্ত, রঞ্জিতের কাছে টাকা পয়সা নিতো। গত কয়েকদিন আগে ওই জমি সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে সুকান্ত দাস ৪ লক্ষ টাকা চায় রঞ্জিতের কাছে। কিন্তু রঞ্জিত সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় এদিন সকালে তাঁর উপর সুকান্ত ও তার পরিবারের কয়েকজন হামলা চালায় বলে অভিযোগ। রঞ্জিত দাসের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সুকান্ত দাস-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

AGI GREENPAC

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড

CIN : L51433WB1960PLC024539

রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮

ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com

ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

এজিআই গ্রিন প্যাক লিমিটেডের নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহের হস্তান্তর আবশ্যকতার পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই ২০২৫ সংস্থানের বিধি মতে নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনরায় তালিকাভুক্ত করার সুবিধা চালু করা হয়েছে ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য।

নথিতথ্যের আকারে শেয়ার সমূহ স্থানান্তরের অনুরোধ যেগুলি বাতিল করা হয়েছিল এবং ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে ফেরত এসেছিল সেগুলি পুনরায় ভুল সংশোধনের পর স্থানান্তর নথিভুক্ত করা হবে ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা লি, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা ৭০০০০১ দ্বারা।

স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহ কেবল ডিমাট আকারেই ইস্যু করা হবে আরটিএ দ্বারা সমুদয় নথি সঠিক হওয়া সাপেক্ষে। প্রেরকের অবশ্যই ডিমাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং তার ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল), দিতে হবে, স্থানান্তর নথি এবং শেয়ার সার্টিফিকেটের সঙ্গে, আরটিএ এর সহিত স্থানান্তর এর জন্য নথি দাখিল করতে হবে।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : এ৩০৯২৬

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ১০ অক্টোবর ২০২৫

---

hindware home innovation limited

হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড

CIN : L74999WB2017PLC222970

রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন: +৯১ -৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪/০৭

ইমেল: investors@hindwarehomes.com

ওয়েবসাইট: www.hindwarehomes.com

হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহের হস্তান্তর আবশ্যকতার পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই ২০২৫ সংস্থানের বিধি মতে নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনরায় তালিকাভুক্ত করার সুবিধা চালু করা হয়েছে ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য।

নথিতথ্যের আকারে শেয়ার সমূহ স্থানান্তরের অনুরোধ যেগুলি বাতিল করা হয়েছিল এবং ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে ফেরত এসেছিল সেগুলি পুনরায় ভুল সংশোধনের পর স্থানান্তর নথিভুক্ত করা হবে ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা লি, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা ৭০০০০১ দ্বারা।

স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহ কেবল ডিমাট আকারেই ইস্যু করা হবে আরটিএ দ্বারা সমুদয় নথি সঠিক হওয়া সাপেক্ষে। প্রেরকের অবশ্যই ডিমাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং তার ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল), দিতে হবে, স্থানান্তর নথি এবং শেয়ার সার্টিফিকেটের সঙ্গে, আরটিএ এর সহিত স্থানান্তর এর জন্য নথি দাখিল করতে হবে।

হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পায়েল এম পুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : A16068

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ১০ অক্টোবর ২০২৫

কল্যাণী টি কোং লিমিটেড

CIN U01132WB1926PLC004539

রেজি. অফিস : ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০১

ফোন নং : ০৩৩ ২২৪৮ ৪২২৭; ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৪৩ ০১৭৭; ইমেল আইডি : kalyani@luxmigroup.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

১০০ দিনের প্রচার -"সক্ষম নিবেশক"

কেওয়াইসি বিস্তারিত হালনাগাদকরণ এবং অদাবিকৃত শেয়ার/মুনাফা দাবি করার অনুরোধ

অদাবিকৃত শেয়ার/মুনাফা ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণকে সহায়তা এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো কোম্পানি ১০০ দিনের সক্ষম নিবেশক প্রচারাভিযান শুরু করেছে।

সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাদের কেওয়াইসি বিস্তারিত অর্থাৎ প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত, যোগাযোগের বিস্তারিত, নমিনেশন পছন্দ, স্পেসিমেন সিগনেচার নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া মোতাবেক তাদের অদাবিকৃত শেয়ার/ডিভিডেন্ড দাবি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে :

অধিকারের ধরন	যে সকল নথি দাখিল করতে হবে
ভৌত আকারে অধিকৃত শেয়ার (শেয়ার সার্টিফিকেট)	নিম্নে প্রদত্ত ঠিকানায় কেওয়াইসি নথি সহ যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম দাখিল করতে হবে।
ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে অধিকৃত শেয়ার (ডিমাট অ্যাকাউন্ট)	আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন কেওয়াইসি নথি বিস্তারিত মতে হালনাগাদ করার জন্য এবং দাখিল করুন স্বপ্রত্যয়িত হালনাগাদ করা ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) প্রতিফলনকারী ব্যাঙ্ক বিস্তারিত -মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা লি. এর নিকট (কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট) ই-মেল **mdpldc@yahoo.com.** মাধ্যমে।

উক্ত বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে নিম্নোক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে :

১) রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট,
মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা লি.,
২৩ আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা - ৭০০০১।
যোগাযোগ : ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮, ০৩৩-২২৪৩ ৫০২৯ (ইমেল : **mdpldc@yahoo.com**)

২) কোম্পানি।
কল্যাণী টি কোং লিমিটেড,
২য়তল, ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০০১।
যোগাযোগ : ০৩৩-২২৪৮ ৪৪৫৭, ০৩৩-২২৪৮ ৪২২৭ / ইমেল : **kalyani@luxmigroup.in**

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল আইডি(গুলি) কোম্পানির/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে হালনাগাদ করতে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কল্যাণী টি কোং লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সুজিত কুমার পোদ্দার
নোডাল অফিসার

তারিখ : ১০/১০/২০২৫
স্থান : কলকাতা

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. সাকেত ইনফ্রাডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড (এসআইপিএল), ৪৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য়তল, রুম নং ৪, কলকাতা -৭০০০১২। ২. শ্রী সাকেত খৈতান (জামিনদাতা), পিতা শশী কান্ত খেতন, ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১, ফ্ল্যাট ১এ, ৩৮ এস এন রায় রোড, কলকাতা -৭০০০৩৮। ৩. শ্রীমতি কিরণ খৈতান (জামিনদাতা), স্বামী শশী কান্ত খেতন, ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১, ফ্ল্যাট ১এ, ৩৮ এস এন রায় রোড, কলকাতা -৭০০০৩৮। ৪. শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র (জামিনদাতা), পিতা প্রথম নারায়ণ মিশ্র রানিয়া, এ প্রাগা পার্ক, ব্রহ্মপুর, থানা : সোনারপুর, কলকাতা -৭০০০৯৬। ৫. শ্রী সৌরভ খেতন, ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১, ফ্ল্যাট ১এ, ৩৮ এস এন রায় রোড, কলকাতা -৭০০০৩৮। ৬. মেসার্স শ্রেয়শী ট্রেডকম প্রা লি., (কর্পোরেট গ্যারান্টি), ১ এবং ৩ ব্রাবোর্ন রোড, ইলাকো হাউস, ৫মতল, কলকাতা-৭০০০০১	**ক) ৫,০৩,৭৯,৪৭৯.২৬ টাকা (পাঁচ কোটি তিন লাখ উনআশি হাজার চারশ উনআশি টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) লোন এ/সি নং ********9221, ০১.১০.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৩.০৫.২০২৫ গ) ০৮.১০.২০২৫**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ কারখানা জমি পরিমাপ আনুমানিক ১.৩১ একর (উক্ত জমি) মৌজা : বনহুগলি, জেএল নং ৬, দাগ নং ৪৯৫, সংশোধিত খতিয়ান নং ১৩৬২ (খাজনা রসিদ তারিখ ০১.০৯.২০১৫ অনুযায়ী), পুরসভা প্রেমিসেস নং ১২৬, বি টি রোড, হোল্ডিং নং ৫৩৯, কলকাতা ৭০০০৩৫, থানা : বরাহনগর, বরাহনগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর-কাশীপুর দম দম।

তারিখ : ১১.১০.২০২৫ স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)

অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৫.০৭.২০২৫ তারিখে আইএনআর ২,৭৯,৮৯,০১৭ টাকা (দুই কোটি উনআশি লাখ উননব্বই হাজার সতের টাকা) ০৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী,** (দাবি নোটিশ তারিখ ২৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত আইএনআর ২,৩৩,৫২,৩৫৭ টাকা (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ-এর কাছ থেকে যেমন **(১) মেসার্স এন ডি মার্বেল (২) শ্রী নরেন্দ্র নাথ দাস (৩) আদিত্য দাস (৪) তনুশ্রী দাস (পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতাগণ" হিসেবে উল্লিখিত)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

১. জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৩ ছটাক ১২ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৯৫০ এবং ৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৮, জেএল নং ২, মৌজা : বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৮ এইচ, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১২৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

২. জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ১১২ বর্গফুট এবং খ) জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ০২ ছটাক ২৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট, এলআর দাগ নং ৮৮৮, এলার খতিয়ান নং ৮৩৪, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, মৌজা এবং পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪২৮ এবং ১৯৩এ/২, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, (কর রসিদ অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

৩. জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ০৮ ছটাক ১১ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ অংশ দাগ নং ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৮৬৯(অংশ) এবং ৯৯৭, খতিয়ান নং ৩৯৮ এবং ৩৯৭, জেএল নং ২, মৌজা বেহালা, থানা বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৬জি মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, (কর রসিদ অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩১ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

তপশিল -২

ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিবরণ	তপশিল-১ অনুযায়ী	
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৯.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত, প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে	
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৬.০৯.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে।	
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর, সম্পত্তি নং ১- ১,০৪,৯১,৯১৪ টাকা (এক কোটি চাল লাখ একানব্বই হাজার নয়শো চৌদ্দ টাকা)। *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি বিক্রি হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর। সম্পত্তি নং ২- ১,৯২,৬৫,৬২৭ টাকা (এক কোটি বিরানব্বই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শো সাতাশ টাকা)।** *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি বিক্রি হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর সম্পত্তি নং ৩ : ৫৫,৬১,৯৭৮ টাকা (পঞ্চান্ন লাখ একষট্টি হাজার নয়শো আটাত্তর টাকা)** *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি বিক্রি হবে না।
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর । ১০, ৪৯,১৯১ টাকা (দশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশো একানব্বই টাকা)।	**বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর । ৯, ২৬,৫৬২ টাকা (নয় লাখ ছাব্বিশ হাজার পাঁচ শো বাষট্টি টাকা)**	**বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর । ৫, ৫৬,১৯৮ টাকা (পাঁচ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার একশো আটানব্বই টাকা)**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা।		
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬		

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট লিঙ্ক : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকেক উক্ত ঋণ বিষয়ে এবং উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে।

তারিখ : ১০.০৯.২০২৫
স্থান : দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

কাঁথি শাখা
মিউনিসিপ্যালিটি ডরমেটরি কমপ্লেক্স
হিলাগরি, কাঁথি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৪০১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

পরিশিষ্ট - ৪

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২১.০৬.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী বিমল শ্যামল,** পিতা প্রয়াত পুরুষোত্তম শ্যামল **এবং শ্রীমতী কল্পনা শ্যামল** স্বামী বিমল শ্যামল ঠিকানা - গ্রাম - কালীকাপুর, পো - দারুয়া, থানা - কাঁথি, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর (পলিটেকনিক কলেজ কাঁথি নিকট) পিন - ৭২১৪০১ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪,২৪,৩৪৯.০০ টাকা** (চার লাখ চব্বিশ হাজার তিনশ উনপঞ্চাশ টাকা) **২১.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৮ অক্টোবর ২০২৫** তারিখে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **৪,২৪,৩৪৯.০০ টাকা** (চার লাখ চব্বিশ হাজার তিনশ উনপঞ্চাশ টাকা) (**২১.০৬.২০২৫** থেকে মূল এবং সুদ সহ বকেয়া) **২১.০৬.২০২৫ থেকে** পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদাতার নাম	**শ্রী বিমল শ্যামল**
বন্ধকদাতার ঠিকানা :	শ্রী বিমল শ্যামল এর একতলা বাড়ি, মৌজা : কালিকাপুর, প্লট নং ১২১, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৩, হাল খতিয়ান নং ৭৯৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৭০, জেএল নং ৪৭৯, থানা : কাঁথি, পো : দারুয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪০১, মোট : ৩.৩ ডেসিমেল।
সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ :	**শ্রী বিমল শ্যামল** এর একতলা বাড়ি, মৌজা : কালিকাপুর প্লট নং ১২১, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৩, হাল খতিয়ান নং ৭৯৫, সাবেক খতিযান নং ১৭০।ডেএস নং ৪৭৯, থানা : কাঁথি, পো : দারুয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪০১ মোট : ৩.৩ ডেসিমেল । স্বত্ব দলিল নং ১-৭৬১-৩০.০১.২০২১ সালের । **সম্পত্তির মালিক শ্রী বিমল চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত পুরুষোত্তম শ্যামল। ইএম নং ১৯ তারিখ : ২৮.০৩.২০১৩। এসআইডি -৪০০০০৪৮৫৯৬৬৩। এআইডি -২০০০০৪৮৫৩৫৯৬।

চৌহদ্দি :

উত্তরে : প্লট নং ১২৮	দক্ষিণে : বাকি প্লট নং ১২১
পূর্বে : গ্রামীণ সড়ক	পশ্চিমে : প্লট নং ১২৭।

তারিখ - ০৮.১০.২০২৫
স্থান - কাঁথি

কুমার মানস, অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

কাজলাগড় শাখা
গ্রাম - তিথিবাড়ি, পো - কিসমত বাজকুল, কাজলাগড়
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬৫৫

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

পরিশিষ্ট - ৪

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৪.০২.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী গৌতম দাস,** পিতা শ্রী দুখা রাজ দাস নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪,৫৮,৪৮৭.০০ টাকা (চার লাখ আটান্ন হাজার চারশ সাতাশি টাকা) ২৪.০২.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৮ অক্টোবর ২০২৫** তারিখে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **৪,৫৮,৪৮৭.০০ টাকা (চার লাখ আটান্ন হাজার চারশ সাতাশি টাকা)** (২৪.০২.২০২৫ থেকে মূল এবং সুদ সহ বকেয়া)**২৪.০২.২০২৫ থেকে** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা : মেসার্স দুখা রাজ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : নারায়ণদারি, পো : নারায়ণদারি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৫৫, পশ্চিমবঙ্গ।

জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা : মেসার্স দুখা রাজ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : নারায়ণদারি, পো নারায়ণদারি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৫৫, পশ্চিমবঙ্গ।

সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ :

১) রেজি. বিক্রয় দলিল নং ৬৬৮-২০১১ সালের, তারিখ ০৯.০২.২০১১ রেজি. এডিএসআর ভগবানপুর সীমপে, **দুখারাজ দাস** পিতা প্রয়াত অনুকুল চন্দ্র দাস এর নামে, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট পরিমাপ ১০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন প্লট নং ৫৯৩, জেএল নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৩/১, জমির শ্রেণি : বাস্তু, মৌজা : নারায়ণদারি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৫৯৩; দক্ষিণে : ঝন্টু দাস এবং অন্যান্য; পূর্বে : মাজির রাস্তা; পশ্চিমে : আশিস দাস।	**২)** রেজি. বিক্রয় দলিল নং ৪৭৮৪-২০১২ সালের, তারিখ ২২.০৮.২০১২ , রেজি. এডিএসআর ভগবানপুর সমীপে, **সম্পত্তি দুখারাজ দাস,** পিতা প্রয়াত অনুকূল চন্দ্র দাস এর নামে, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট পরিমাপ ৪.২৮৬ ডেসিমেল, প্লট নং ৫৯৩, জেএল নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৩/১, মৌজা : নারায়ণদারি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৫৯৩; দক্ষিণে : ঝন্টু দাস এবং অন্যান্য; পূর্বে : মাজির রাস্তা; পশ্চিমে : আশিস দাস।

তারিখ - ০৮.১০.২০২৫
স্থান - কাজলাগড়

কুমার মানস, অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

লক্ষ্মী টি কোং প্রাইভেট লিমিটেড

CIN: U01132WB1912PTC002104

কিশোর ভবন, ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০১

ইমেল আইডি : kalyani@luxmigroup.in

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

১০০ দিনের প্রচার -"সক্ষম নিবেশক"

কেওয়াইসি বিস্তারিত হালনাগাদকরণ এবং অদাবিকৃত শেয়ার/মুনাফা দাবি করার অনুরোধ

অদাবিকৃত শেয়ার/মুনাফা ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণকে সহায়তা এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো কোম্পানি ১০০ দিনের সক্ষম নিবেশক প্রচারাভিযান শুরু করেছে।

সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাদের কেওয়াইসি বিস্তারিত অর্থাৎ প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত, যোগাযোগের বিস্তারিত, নমিনেশন পছন্দ, স্পেসিমেন সিগনেচার নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া মোতাবেক তাদের অদাবিকৃত শেয়ার/ডিভিডেন্ড দাবি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে :

অধিকারের ধরন	যে সকল নথি দাখিল করতে হবে
ভৌত আকারে অধিকৃত শেয়ার (শেয়ার সার্টিফিকেট)	নিম্নে প্রদত্ত ঠিকানায় কেওয়াইসি নথি সহ যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম দাখিল করতে হবে।
ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে অধিকৃত শেয়ার (ডিমাট অ্যাকাউন্ট)	আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন কেওয়াইসি নথি বিস্তারিত মতে হালনাগাদ করার জন্য এবং দাখিল করুন স্বপ্রত্যয়িত হালনাগাদ করা ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) প্রতিফলনকারী ব্যাঙ্ক বিস্তারিত -মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা লি. এর নিকট (কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট) ই-মেল **mdpldc@yahoo.com.** মাধ্যমে।

উক্ত বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে নিম্নোক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে :

১) রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট,
মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা লি.,
২৩ আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা - ৭০০০১।
যোগাযোগ : ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮, ০৩৩-২২৪৩ ৫০২৯ (ইমেল : **mdpldc@yahoo.com**)

২) কোম্পানি।
লক্ষ্মী টি কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
২য়তল, ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০০১।
যোগাযোগ : ০৩৩-২২৪৮ ৪৪৫৭, ০৩৩-২২৪৮ ৪২২৭ / ইমেল : **kalyani@luxmigroup.in**

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল আইডি(গুলি) কোম্পানির/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে হালনাগাদ করতে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
লক্ষ্মী টি কোং প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
কল্যাণী ভৌমিক
গ্রুপ হেড-লিগাল অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ১০/১০/২০২৫
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স বালাজি অ্যাগ্রো ট্রেডিং** (স্বত্বাধিকারী সংস্থা এবং ঋণগ্রহীতা) : রেজি ঠিকানা : ১৬ প্রফুল্ল নগর, দম দম, কলকাতা : ৭০০০৭৪।
আরও ঠিকানা : ১৮/এ, লক্ষ্মী নগর কলোনি, দম দম, ব্লক-ই, মোতিঝিল, পিন : ৭০০০৭৪।
আরও ঠিকানা : ৯ বিবেকানন্দ সরণি, পো : সোদপুর, থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১০।

২. **শ্রীমতি সোমা ভকত** (স্বত্বাধিকারী মেসার্স বালাজি অ্যাগ্রো ট্রেডিং), ঠিকানা : ১৮/এ, লক্ষ্মী নগর কলোনি, দম দম, ব্লক-ই, মোতিঝিল, পিন : ৭০০০৭৪।
আরও ঠিকানা : ৯ বিবেকানন্দ সরণি, পো : সোদপুর, থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১০।
আরও ঠিকানা :২৫/৫৫/১, এস সি এম রোড, বৈদ্যবাটী (এম), শেওড়াফুলি, হুগলি,পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২২৩।

৩. **শ্রী অনুপ উত্থাসিনি** (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা : ১৮/এ, লক্ষ্মী নগর কলোনি, দম দম, ব্লক-ই, মোতিঝিল, পিন : ৭০০০৭৪।
আরও ঠিকানা : ৯ বিবেকানন্দ সরণি, পো : সোদপুর, থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৫, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১০।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলি মেসার্স বালাজি অ্যাগ্রো ট্রেডিং (স্বত্বাধিকারী : সোমা ভকত) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূবতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), চৌরঙ্গী শাখা, অ্যাকাউন্ট নম্বর ৭০৫১৯৬৬৮৫৮, ৭১৫২৮১৪৯৯৩, ৫০৪৮২৪৬৯৫১৬, ৫৮০০০৮৯৭৯২৮

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন মালিকানা সংস্থা এবং ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন মালিকানা সংস্থা। আপনাদের মধ্যে তৃতীয়জন হলেন জামিনদার এবং একই সাথে বন্ধকদার (গণ) যারা আপনাদের প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টে তাদের সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

আপনার অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত তহবিলযুক্ত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনার ১ম এবং ২য় জন এটি ব্যবহার করেছিলেন :

	বিবরণাদি	সীমা
১	Open Cash Credit (A/C No. 50482469516)	৬০ লাখ টাকা
২	MSME GECLS 1.0_EXTN-REPO A/C No. 7152814993	৬.৬৫ লাখ টাকা
৩	MSME TL-IND GECLS COVID19 A/C No.- 58000897928	১১.৫০ লাখ টাকা
৪	RBD-FITL-MCLR1Y - A/C No. 7051966858	৮.৩৩ লাখ টাকা
	মোট	৮৬.৪৮ লাখ টাকা

ক্রম নং	সুবিধার ধরণ	বকেয়া অবশিষ্ট (টাকা) ০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী	০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী এমওআই (টাকা)	০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী এমএলই/এমও এক্স (টাকা)	০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী মোট ও/এস (মোট যুক্ত) আইএনআর
১	Open Cash Credit (A/C No. 50482469516)	৪৬,৯০,৫৪৭.৪৬	৫৩,০১,০৮৯.৭৭	১,৬৬,৯৩৬.৫১	১,০১,৫৮,৫৭৪.০০
২	MSME GECLS 1.0_EXTN-REPO A/C No. 7152814993	৬,৬৪,৮১১.৪৩	২,৭৮,২৬০.২৭৩		৯৪৩০৭২.০০
৩	MSME TL-IND GECLS COVID19 A/C No.- 58000897928	১০,৫৭,৭৭৮.৫৭	৫,৯০,৮৫১.৫২২		১৬,৪৮,৬৩১.০০
৪	RBD-FITL-MCLR1Y - A/C No. 7051966858	৫,২৮,১৯৩.০০	৩,৯৮,৮৩১.০৮	৬৪৮৫.৯৪	৯,৩৩,৫১০.০০
	মোট	৬৯,৪১,৩৩০.৪৬	৬৫,৬৯,০৩২.৬৫	১,৭৩,৪২২.৪৫	১,৩৬,৮৩,৭৮৭.০০

যে আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন

ক্রম নং	সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
১	Open Cash Credit (A/C No. 50482469516)	১. অনুমোদনের স্বীকৃতি ২. ডিপিএন ৩. হাইপোথিকেশন চুক্তি ৪. ন্যায্য বন্ধক তৈরি ৫. গ্যারান্টি চুক্তি ইত্যাদি
২	MSME GECLS 1.0_EXTN-REPO A/C No. 7152814993	
৩	MSME TL-IND GECLS COVID19 A/C No.- 58000897928	
৪	RBD-FITL-MCLR1Y - A/C No. 7051966858	

উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য আপনাদের ৩ নং ব্যক্তি একটি গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদন করে গ্যারান্টি দিয়েছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য শ্রী অনুপ উত্তরাশিনীর নামে সম্পত্তি বন্ধক (প্রথম তলায় ফ্ল্যাট নং ১ এবং তৃতীয় তলায় ফ্ল্যাট নং ডি) রেখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সুদসহ টাকা পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ আপনারা সকলেই পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। [illegible]

তফশিল

[illegible]

দায়বদ্ধ সম্পদ

স্বত্ব দখলদার	জমির এরিয়া	চৌহদ্দি
শ্রী অনুপ উত্থাসিনি	[illegible]	[illegible]

**২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের দাবি নোটিশ প্রত্যাহার করা হল।

তারিখ : ০৪.১০.২০২৫, স্থান : কলকাতা   স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

তৃণমূলের নয়া সভাপতির বিরুদ্ধে লিফলেট

আরামবাগের গোঘাটে অস্বস্তিতে শাসক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগে আবারও গোঘাটে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস চরম অস্বস্তিতে। খোদ গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার। বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ তুলে পোস্টার দেওয়া হয়। পোস্টারে লেখা হয়, ‘সভাপতি মার্ডার কেসের আসামি। একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তোলাবাজ লুটেরাজ সভাপতি কাজল রায়কে মানছি না। মানবো না।’ গোঘাট-১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কাজল কুমার রায়ের বিরুদ্ধে এমনই পোস্টার ও লিফলেট ছড়ানো হয়েছে। গোঘাটের শাওড়া পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় এদিন সকালে এই ধরনের পোস্টার দেখা যায়। এছাড়া রাস্তা ও বাজারের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় এই ধরনের লিফলেটও। স্বভাবতই এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোঘাটের রাজনীতিতে। পোস্টারের নীচে লেখা রয়েছে, ‘গোঘাট-১ ব্লকের অত্যাচারিত জনগণ দ্বারা প্রচারিত।’ যদিও কে বা কারা এই ধরনের-কাণ্ড ঘটাল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে গোঘাট-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাজল রায় বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমি তৃণমূল দল করছি। এটা বিজেপি চক্রান্ত করে করেছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করছি। তাহলেই ধরা পড়বে।’ প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের ব্লক কমিটি ঘোষণা হয়। গোঘাট-১ ব্লকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় কাজল কুমার রায়কে। তবে এনিয়ে দলেরই একাংশের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। তবে তা প্রকাশ্যে আসেনি। তবে এদিনের পোস্টার তারই বহিঃপ্রকাশ কি-না তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। এদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনী শুরু হয়েছে। গোঘাট-১ ব্লকেও শীঘ্রই তা হবে। তার আগে এই ধরনের পোস্টার অস্বস্তি বাড়াল তৃণমূলের। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা জানান, ‘বিজেপির এত সময় নেই। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। বিধানসভা ভোটের আগে কাটমানি নিয়ে দ্বন্দ্ব। জনগন আবারও তৃণমূলকে বিধানসভা ভোটে জবাব দেবে।’

বচসায় চা-বিক্রেতার হাতে খুন প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরহরপাড়া: চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে দোকানদারের সঙ্গে বচসা। তার জেরেই চা-দোকানদারের হাতে খুন হন এক প্রৌঢ়। হাঁসুয়া দিয়ে গলায় কুপিয়ে খুন করা হয়। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে হরিহরপাড়া থানার পফমনাভপুরে। পেশায় মাংস ব্যবসায়ী মৃত প্রৌঢ়ের নাম আব্দুল খালেক মণ্ডল (৫৪)। প্রকাশ্যে খুনের ঘটনায় এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত চা ব্যবসায়ী। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, ‘কী কারণে খুন এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত ও অভিযুক্তকে ধরতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।’ হরিহরপাড়ায় প্রকাশ্য খুনের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আব্দুল খালেক মণ্ডলের সঙ্গে অভিযুক্ত চা ব্যবসায়ীর স্ত্রী অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এই নিয়ে অভিযুক্ত ও মৃত খালেকের সঙ্গে রেশারেশি চলছিল। আব্দুল খালেকের গ্রামে মাংসের দোকান রয়েছে। মাংস বিক্রি করে চায়ের দোকানে চা খেতে এসেছিলেন। দোকানে আরও বেশ কয়েকজন ছিল। সেখানেই দু’জনে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। তখনই বাড়ি থেকে হাঁসুয়া এনে আব্দুল খালেকের গলায় এলোপাথাড়ি কোপ মারে চা ব্যবসায়ী। প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুনের ঘটনা দেখে তাজ্জব হয়ে যান প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় আব্দুল খালেককে হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের স্ত্রী নারজিয়া বিবি স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, মাংস বিক্রি করে চা খেতে এসেছিল। সেখানেই দোকানদার হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। অভিযুক্তের ফাঁসির সাজার দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার।

খণ্ডঘোষে ভোগ খেয়ে অসুস্থ একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের রায়পাড়া সন্নিকটে তপশিলি পাড়ায় খিঁচুড়ি ভোগ খাওয়ার ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়া। বৃহস্পতিবার রাতে চারজনকে খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়, দু’জন শিশুকে ইন্দাস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে গ্রামে গিয়ে খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ ২১টা পরিবারের ২৯জন রোগীর খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি তিনি তড়িঘড়ি গ্রামে মেডিক্যাল টিম বসানোর ব্যবস্থা করেন। মেডিক্যাল টিম গিয়ে প্রতিটি পরিবারের অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা করেন। ১০ জন রোগীর অবস্থা খারাপ থাকায় তাঁদের তড়িঘড়ি খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং যে সমস্ত পরিবার টাকার অভাবে ওষুধ কিনতে পারছিলেন না, তাদেরকে বিধায়ক নিজে টাকা দিয়ে ওষুধ কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। জল শোধনের জন্য ক্লোরিন ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের প্রতিটি জায়গায় ব্লিচিং ছড়ানো হয়। বিধায়ক দলের কর্মীদের নির্দেশ দেন, ওই পাড়াতে গিয়ে সব সময় অসুস্থ পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। একজনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইন্দাস হাসপাতালের চিকিৎসিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে দু’জন শিশু বর্তমানে সুস্থ আছে বলে খবর দেয়।

ভাগ্নেকে কুপিয়ে খুন, আত্মসমর্পণ সৎ মামার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পারিবারিক বিবাদকে ঘিরে গোলমালের মধ্যেই ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে ভাগ্নেকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল সৎ মামার বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনিয়া মোড় এলাকায়। এই ঘটনার পর হামলাকারী রাজা মণ্ডল নিজেই ধারালো অস্ত্রটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় আত্মসমর্পণ করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এদিন বাড়ি তৈরি করা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিল। আর সেই বিবাদ তাদেরই এক ভাগ্নে মেটানোর চেষ্টা চালায়। তখনই রাজা মণ্ডল নামে এক সৎ মামা ঘটনাস্থলেই হাঁসুয়া দিয়ে গলায় কোপ মেরে খুন করে ভাগ্নেকে। এই ঘটনাটি বাড়ির সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘটলে স্থানীয় মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত রাজা মণ্ডলকে ধাওয়া করলে সে প্রাণভয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম হীরেন কুণ্ডু (২৩)। মামার বাড়ির পাশেই ওই যুবকের বাড়ি। এদিন সকালে রাজা মণ্ডল বাড়ি তৈরি করার জন্য রাস্তার পাশে ট্রাক্টর বোঝাই ইট ফেলছিল। সেই ইট রাখা নিয়েই রাজার সঙ্গে তার এক সৎ দাদা জিতেন মণ্ডলের ঝগড়া শুরু হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় দুই ভাইয়ের ঝগড়া আচমকাই হাতাহাতিতে পরিণত হয়। সেই সময় সম্পর্কে দুই মামার বিবাদ শুনে থামাতে যায় ভাগ্নে হীরেন কুণ্ডু। এরপর রাগের মাথায় ভাগ্নে হীরেনের গলায় কোপ বসায় রাজা মণ্ডল। তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। এই ঘটনার পর গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে সেখান থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে মানিকচক থানায় রক্তমাখা হাঁসুয়া নিয়ে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। মানিকচক থানার পুলিশ এই খুনের ঘটনায় রাজা মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৬(২) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **“যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেখানে যেমন আছে”** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৮.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য। ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১. **মেসার্স জয়সওয়াল মেটাল ট্রেডার্স,** ৬০ বি, বন্ডেল রোড, বালিগঞ্জ, থানা : কড়েয়া, কলকাতা : ৭০০০১৯, **আরও ঠিকানা :** ৭/৩ রাইফেল রেঞ্জ রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা : ৭০০০১৯। ২. **শ্রী রোহিত কুমার জয়সওয়াল,** প্রযত্নে : বুদ্ধুলাল জয়সওয়াল, ৭/৩ রাইফেল রেঞ্জ রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা : ৭০০০১৯। **আরও ঠিকানা :** ৬০ বি, বন্ডেল রোড, বালিগঞ্জ, থানা : কড়েয়া, কলকাতা : ৭০০০১৯। ৩. **শ্রী বুদ্ধুলাল জয়সওয়াল,** প্রযত্নে : সাধব রাম জয়সওয়াল, ৭/৩ রাইফেল রেঞ্জ রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা : ৭০০০১৯। আরও ঠিকানা : ৬০ বি, বন্ডেল রোড, বালিগঞ্জ, থানা : কড়েয়া, কলকাতা : ৭০০০১৯। **অ্যাকাউন্ট নং** ৫০৫১১৬১৪৬৮৯ এবং ৫০৫২০৭১৪৪৮৮। **শাখা :** আলিপুর।	বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ১, অবস্থিত একতলায় মেন রোড মুখী বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪ বর্গফুট উক্ত জি-৪ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাপ ৬ কাঠা ১৪ ছটাক ২৫ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত এবং প্রেমিসেস নং ৭/৩ রাইফেল রেঞ্জ রোড, থানা : কড়েয়া, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৫ অধীন, কলকাতা : ৭০০০১৯, এডিএসআর -শিয়ালদহ, ডিআর-আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দোকান নং ২; **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া চলার পথ; **পূর্বে :** মেন রোড; **পশ্চিমে :** একই ভবনের অংশ।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৯,১৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ৯১,৩০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50511614689 ছ) ১১,০৯,৩৮৬ টাকা (এগার লাখ নয় হাজার তিনশ ছিয়াশি টাকা) ১৫.০৯.২০২৩ অনুযায়ী

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০১.১১.২০২৫ থেকে ১৭.১১.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.১১.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.ebkray@psballiance.com এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩১৫২২৩

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৯.১০.২০২৫ স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১ ৯৩৩১০৫৯০৬০

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট ৪-এ
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৬.১১.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৬.১১.২০২৫** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** বিক্রি করা হবে **১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা (চোদ্দ কোটি পঁচাশি লাখ টাকা) টাকা এবং ২২.১১.২০১৬ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুট - ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি কলকাতা - ৭০০০৯১ **এবং জামিনদাতাগণ ১) সন্দীপ গয়াল,** ঠিকানা - ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **২) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬৩/২, মোহল্লা পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১, **৩) অঞ্জনি গয়াল,** ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **৪) শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩১.১০.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেস নং ১০৫ এবং ১০৬, ২য়তল, মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সি টি এস নং ১৬২৯, গ্রাম : মারোল, আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই পরিমাপ ১৪৯.২০ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং দুই ঢাকা কার পার্কিং স্পেস, সম্পত্তি **সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রা লি.**এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বিক্রয় দলিল নং ৭৬৯৯ তারিখ ১৭.০৭.২০১০, এসআরও আন্ধেরী নং ৩, মুম্বই সমীপে।	৪,৬০,০০,০০০.০০ টাকা	৪৬,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১১.১০.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা শাখা,১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা , ৭০০ ০০১
ই-মেইল: samlkolkata@indianbank.co.in
ফোন নং: (০৩৩) ২২৩১১৪৭১

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৯(১) ও ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) ও ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকিকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তিগুলির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **“যেখানে যেমন আছে”, “যা যেমন আছে” এবং “সেখানে যা কিছু আছে”**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.১০.২০২৫** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা অর্থ প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখিত রাশি নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১। মেসার্স ইসস্ট টেকনোলজি সলিউশনস স্বত্বাধিকারী- শ্রী অয়নজিৎ কুমার চ্যাটার্জী ১৪বি/১বি, অনিল মিত্র রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯। এছাড়াও- ১৫১, এস. পি. মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬-তে। ২। শ্রী অয়নজিৎ কুমার চ্যাটার্জী (স্বত্বাধিকারী), পিতা- অচিন্ত্য কৃষ্ণ চ্যাটার্জী ১৪বি/১বি, অনিল মিত্র রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯। এছাড়াও- ১৫১, এস. পি. মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬ -তে। এবং এছাড়া আরও- প্রিয়াঙ্কা অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, পি-৩৬, ব্যাঙ্ক গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৭০, পশ্চিমবঙ্গ -তে। ৩। শ্রীমতী অনুরূপা চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী অয়নজিৎ কুমার চ্যাটার্জী ১৪বি/১বি, অনিল মিত্র রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯। এছাড়াও- ১৫১, এস. পি. মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬-তে। এবং এছাড়া আরও- প্রিয়াঙ্কা অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, পি-৩৬, ব্যাঙ্ক গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৭০, পশ্চিম বঙ্গ -তে। খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাণিজ্যিক স্থান, যার নং এফএফ-৭, প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি ৭০০ বর্গফুট, ‘অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক জি+৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর ও চার তলা) ভবনের অংশ, এবং ০৬ কাঠা ১৪ ছটাক এলাকা পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত জমি ও ভবনের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ, জে.এল. নং ২৮, অংশ সি.এস. দাগ নং ৪৭১, আর.এস. দাগ নং ৬৫০, মৌজা - ভাটেন্ডা, সি.এস. খতিয়ান নং ৩৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭২/১, তৌজি নং ২৯৯৮-এর অন্তর্গত, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত -এর অধিক্ষেত্রাধীন, থানা - রাজারহাট, কলকাতা-৭০০ ১৩৫, জেলা- ২৪ পরগণা উত্তর। সম্পত্তিটি শ্রী অয়নজিৎ কুমার চ্যাটার্জী-এর নামে আছে এবং এডিএসআর বিধান নগর-এ নথিভুক্ত ডিড নং আই-০৬৯১২/২০০৭-এর অন্তর্ভুক্ত।	১,৮৬,৬৮,৯১৪.০০ টাকা (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ আটষট্টি হাজার নয় শত চৌদ্দ টাকা মাত্র) ০৫.০৩.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী, তদুপরি এর সাথে ০৬.০৩.২০১৮ তারিখ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়সমূহ প্রযোজ্য।	ক) ২০,৮০,০০০.০০ টাকা (*) (কুড়ি লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,০৮,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIBBRSAMBKOL161 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞান অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। চ) বাস্তবিক দখল
২.	ক) ১. মেসার্স গ্রিন গার্ডেন অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড, ফ্ল্যাট নং ১০৫, প্রথম তলা, ১২৩, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন - ৭১২ ২০১। ২. জনাব সাইফুল মল্লিক, পিতা - কে. এন. মল্লিক, ফ্ল্যাট নং ১০৫, প্রথম ফ্লোর, ১২৩, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন - ৭১২ ২০১। ৩. জনাব সেখ সিরাজ আলী, পিতা - শেখ আহমেদ আলী, ডুমুরদহ, ডুমুরদহধাম, থানা - বলাগড়, হুগলি, পিন - ৭১২ ৫১৫। ৪. শ্রী সুভাষ মজুমদার পিতা - রাধিকা রঞ্জন মজুমদার, কাঁটাপুকুর, ত্রিবেণী রোড, পুরাতনপোতা, ঝাপানতলার কাছে, মিনাজপুর, থানা ও ডাকঘর - মগরা, হুগলি, পিন - ৭১২ ১৪৮। ৫. শ্রীমতী জেসমিন মল্লিক, প্রযত্নে - মানুয়ারা খাতুন, চক্রবর্তী পাড়া, বান্দিপুর, হরিপাল, হুগলি, পিন - ৭১২ ৪০৭। খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ	জমি এবং বাড়ি: (মূল্য: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা) ১) মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ এর নামে থাকা ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা - ধনজিপুর, জেএল নং. ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৬৬,২৭৪,২৭৫ এবং ২৭৬ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক- পোলবা, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির এলাকার মধ্যে, জেলা- হুগলী, ৭১২৩০৫। ২০২১ সালের ০৮.০৩.২০২১ তারিখের উপহারের দলিল নং আই-১৬৪৬ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে বই নং- ১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৪৫ থেকে ৬৫৪৭৭ পর্যন্ত ১৩.০৪.২০২১ তারিখে ডিএসআর-২, হুগলিতে নিবন্ধিত। সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ: (ক) আরএস ওএলআর দাগ নং ২৭৪-এ প্রায় ১৩ ডেসিমেল সমন্বিত রাইস মিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- দাগ নং ২৭৫ দ্বারা, চালের কল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬১ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- ১২’ ফুট মেটাল রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭৩ ,রাইস মিল দ্বারা। (খ) প্রায় ১০ ডেসিমেল পরিমাপের ‘রাইস মিল’ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৫ । দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- দাগ নং ২৭৭ রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৭৪ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- ১২’ ফুট মেটাল রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭৬ নং রাইস মিল দ্বারা। (গ) প্রায় ২০ ডেসিমেল পরিমাপের ‘রাইস মিল’ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৬ । দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- দাগ নং ২৭৭ নং দ্বারা, রাইস মিল , দক্ষিণে- দাগ নং ২৭৩ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- দাগ নং ২৭৫ নং রাইস মিল দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭১ ও ২৭২ নং রাইস মিল দ্বারা। (ঘ) ‘রাইস মিল’ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ০৮ ডেসিমেল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ২৬৬। দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তরে- দাগ নং ২৬৮ নং রাইস মিল, দক্ষিণ- অন্যের জমি, পূর্বে- দাগ নং ২৭২ নং রাইস মিল, পশ্চিমে- অন্যের জমি। (২) মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ এর নামে থাকা ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা - ধনজিপুর, জেএল নং. ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৬৫,২৭০,২৭১, ২৭২ এবং ২৭৩ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক- পোলবা, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির এলাকার মধ্যে, জেলা- হুগলী, ২০২১ সালের ০৮.০৩.২০২১ তারিখের উপহারের দলিল নং আই-১৬৪৫ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে বই নং-১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৭৮ থেকে ৬৫৫১২ পর্যন্ত ডিএসআর-২, হুগলী ১৩.০৪.২০২১তারিখে নিবন্ধিত । সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ- (ক) ২৭ ডেসিমেল পরিমাণ রাইস মিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৬৫। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- দাগ নং ২৬৮ এবং ২৭২ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৪ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৬১ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- অন্যদের জমি। (খ) ৪৯ ডেসিমেল পরিমাণ ‘রাইস মিল’ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭০। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- দাগ নং ২৭৮ এবং ২৮০ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৮ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭১ এবং ২৭২ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৬৯ এর রাইস মিল। (গ) ১৫ ডেসিমেল পরিমাণ ‘রাইস মিল’ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭১। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- দাগ নং ২৮০ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৭০ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৬ এবং ২৭৭ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭০ এর রাইস মিল। (ঘ) ৩২ ডেসিমেল পরিমাণ ‘রাইস মিল’ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭২। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- দাগ নং ২৭১ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৫ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৬ এবং ২৭৩ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৬৮ এবং ২৭০ এর রাইস মিল। (ঙ) ৩৭ ডেসিমেল পরিমাণ ‘রাইস মিল’ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭৩। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- দাগ নং ২৭৬ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬১ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৪ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭২ এর রাইস মিল। প্ল্যান্ট ও মেশিনারি: (মূল্য: ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা) ধান প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের সমস্ত প্ল্যান্ট ও মেশিনারি যা মৌজা - ধঞ্জিপুর, থানা - দাদপুর, ব্লক - পোলবা দাদপুর, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত, জেলা - হুগলিতে অবস্থিত। মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ এর নামে।	৪,৫৮,৫৭,৩৯৬.০০ টাকা (চার কোটি আটান্ন লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র), ৩০.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী। তদুপরি এর সাথে যুক্ত হবে ৩১.১২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়।	ক) ৪,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা (*) (চার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৪৭,৫০,০০০.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50392147921 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞান অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। চ) বাস্তবিক দখল

যোগাযোগের ব্যক্তি: কুনওয়ার জিতেন্দ্র সিং (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৯৩২৪১ ৬৮৪৬৬

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ০৯.১০.২০২৫ থেকে ২৯.১০.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ৩০.১০.২০২৫, সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৮.১০.২০২৫ / স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **‘‘যেখানে যেমন ভিত্তিতে’’ এবং ‘‘যেখানে যেমন অবস্থায় আছে’’** এমন অবস্থায় **‘‘পাবলিক অকশন’’** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	জামানত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স নিধি মুনিম ইন্ডিয়া (ইহার মালিক নিধি যশ মুনিম’র মাধ্যমে) 2. নিধি যশ মুনিম 3. পরেশ রজনীকান্ত কামপানি	ফ্ল্যাটে 1/3 অবিভক্ত ভাগীদারি সহ একত্রে কম-বেশী 3 কাঠা 1 ছটাক এবং 40 বর্গফুট পরিমাপের জমিতে বা ওপরে নির্মিত থানা - ভবানীপুর, কে এম সি ওয়ার্ড নং 72, কোলকাতা 700020, জেলা - দক্ষিণ 24 পরগণা অধীনে মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 51, পদ্মপুকুর রোডে অবস্থিত সেকেণ্ড ফ্লোরে প্রায় 1527 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট এবং পরিসরের চতুর্সীমা নিম্নরূপ : চতুর্সীমা — পূর্ব: পরিসর নং 50, পদ্মপুকুর রোড। পশ্চিম: পরিসর নং 52এ, পদ্মপুকুর রোড। উত্তর: পদ্মপুকুর রোড। দক্ষিণ: কমন গলি।	H17299090 721031319 / KOLHL200 00100	29শে এপ্রিল 2025	টাঃ 9,18,032.40/-	20-02-2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, 20/02/2024 তারিখের হিসাবে মোট বকেয়া টাঃ 1,26,90,769.06/-	টাঃ 91,80,324/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	30.10.2025 বেলা 12টা 30 থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAËSI আইনের বর্ধানের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **‘‘যেখানে যেমন ভিত্তিতে’’ এবং ‘‘যেখানে যেমন অবস্থায় আছে’’** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **29/10/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ‘‘এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড’’-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **30/10/2025**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **31/10/2025** , যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটিড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ **‘‘নাম - হাসান আব্বাস, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : পিএস সৃজন, টেক পার্ক, 15তল, ব্লক-ডিএন-52, সেক্টর 5, সল্টলেক, কোলকাতা-700091, যোগাযোগের নং 022-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 11.10.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

কাবুলে ফের খুলছে ভারতীয় দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর: আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উন্নত করছে ভারত। এ বার কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস পুনরায় খুলতে চলেছে ভারত, জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। উল্লেখ্য, তালিবানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার পরেই সেখান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল ভারতীয় দূতাবাস। বর্তমানে ভারত ও আফগানিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। তালিবান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে নয়াদিল্লি। সেই সূত্রেই কাবুলে ফের ভারতীয় দূতাবাস তৈরির ঘোষণা করেছেন দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

তিনি বলেন, 'ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা জাতীয় উন্নয়নের পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। এটি আরও উন্নত করার জন্য, আমি আজ কাবুলে ভারতের টেকনিক্যাল মিশনকে ভারতীয় দূতাবাসের মর্যাদায় উন্নীত করার ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত।'

সীমান্ত সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ভারত-আফগানিস্তান দুই দেশই! তাই সন্ত্রাসদমনে নয়াদিল্লি-কাবুলের একজোট হয়ে কাজ করা উচিত। তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে বৈঠকে এমনটাই জানালেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। শুক্রবার মুত্তাকি ও তাঁর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেন জয়শংকর। সেখানেই নাম না-করে পাকিস্তানকে বিঁধে তিনি বলেন, 'উন্নতি এবং বিকাশের লক্ষ্যে আমরা দুই দেশই এগোতে চাই। কিন্তু ভারত এবং আফগানিস্তান দুই দেশকেই সীমান্ত সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হয়। তাই সমস্তরকমের সন্ত্রাসকে উৎখাত করতে একসঙ্গে কাজ করা উচিত আমাদের দুই দেশের। ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুতে আফগানিস্তান যেভাবে পাশে থাকে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।' অন্য দিকে, আফগানিস্তানের স্বাস্থ্যখাতে ভারতের তরফে 'বন্ধুত্বে'র নিদর্শন হিসেবে দেওয়া হবে ২০টি অ্যাম্বুল্যান্স, এমআরআই ও সিটি স্ক্যান মেশিন। এছাড়াও ক্যানসারের ওষুধ দেওয়া হবে আফগানিস্তানকে। এমনটাই জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

শুক্রবার সকালে নয়াদিল্লিতে তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী ও তাঁর সফর-সঙ্গীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন এস জয়শঙ্কর। বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্কের অগ্রগতি, আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, তালিবান ক্ষমতা দখলের পর এই প্রথমবার কোনও তালিবান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ঘিরে কূটনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনার ঝড়। আমির খান মুত্তাকি ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'এই সফর ভারত-আফগানিস্তান বন্ধুত্বের অটুট বন্ধনকে আরও গভীর করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পহেলগাঁও হামলা এবং আফগানিস্তানে ভূমিকম্পের সময় আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তবে সরাসরি সাক্ষাৎ সব সময়ই আলাদা গুরুত্ব বহন করে।' তিনি আরও যোগ করেন, এই ধরনের সরাসরি বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করার পাশাপাশি পারস্পরিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। জয়শঙ্কর বলেন, 'আফগানিস্তানের জনগণের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভারতে গভীর আগ্রহ রয়েছে। আমরা চাই আফগানিস্তান একটি শান্তিপূর্ণ, স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিকশিত হোক।'

বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগের আকর্ষণ করছে উত্তরপ্রদেশ, দাবি যোগীর

লখনউ, ১০ অক্টোবর: শক্তিশালী অবকাঠামো, উন্নত আইন-শৃঙ্খলা এবং ব্যবসা-বান্ধব নীতিই উত্তরপ্রদেশকে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণে পরিণত করেছে বলে শুক্রবার মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গোরক্ষপুরের চম্পা দেবী পার্কে ইউপি ট্রেড শো স্বদেশি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই বিষয়গুলি উত্তরপ্রদেশকে ভারতের বৃদ্ধির গল্পের একটি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে স্থান দিয়েছে।

সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরে, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২৫-২৯ সেপ্টেম্বর গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রদর্শনীতে ২,২৫০ জনেরও বেশি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ৫০০ জনেরও বেশি বিদেশি ক্রেতা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ১১,২০০ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছিল, যাকে তিনি 'নতুন উত্তরপ্রদেশের একটি ছবি' বলে অভিহিত করেছেন- যা রাজ্যের 'বিমারু' ভাবমূর্তি মুছে ফেলেছে।

যোগী বলেন, ২০১৭ সালের পরে, উত্তরপ্রদেশ একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। '২০১৭ সালের আগে, উত্তরপ্রদেশে একটি উদ্যোগ স্থাপন করা কেবল একটি স্বপ্ন ছিল। আইনশৃঙ্খলা মানুষকে পালাতে বাধ্য করেছিল। আজ, অপরাধের প্রতি শূন্য সহনশীলতা এবং সরলীকৃত শিল্প নিয়মের মাধ্যমে, আমরা উদ্যোক্তার জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ তৈরি করেছি', বলেন যোগী। তিনি জানান, এমএসএমইগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে, ৯৬ লক্ষ সক্রিয় ইউনিট প্রায় ২ কোটি লোককে কর্মসংস্থান দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সংযোগ এবং অবকাঠামোতে ব্যাপক অগ্রগতির উপরও জোর দিয়েছেন। রাজ্যে রয়েছে এখন ১৬টি কার্যকর বিমানবন্দর, একটি সম্প্রসারিত মেট্রো নেটওয়ার্ক এবং ভারতের প্রথম অভ্যন্তরীণ জলপথ। তিনি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে শীঘ্রই বৈদ্যুতিক বাস তৈরি হবে, যা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে এবং পরিবেশ রক্ষা করবে।'

মমতাকে আক্রমণ গিরিরাজের

বেগুসরাই, ১০ অক্টোবর: বাংলায় এসআইআর নিয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক উত্তেজনা চড়ছে। এই অবস্থায় সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মমতাকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।

শুক্রবার গিরিরাজ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নয়, প্রধানমন্ত্রী ভেবে নিয়েছেন। তাই তিনি কেন্দ্রের কোনও আইনকানুন মানছেন না। রাজ্যে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করছেন। আর রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর কাজ করছে। সিএএ-র সঙ্গে এনআরসি যোগ করিয়ে তিনি মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন, এবার এসআইআর-এর সঙ্গে এনআরসি যোগ করাচ্ছেন। এভাবে মানুষকে বোকা বানিয়ে বেশি দিন থাকা যায় না।

জুবিন মৃত্যু মামলায় ধৃত দুই ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর: জুবিন গর্গের মৃত্যু মামলায় এবার পুলিশের জালে প্রয়াত গায়কের দুই ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। জানা গিয়েছে, জুবিনের দেহরক্ষী নন্দেশ্বর বোরা এবং পরেশ বৈশ্যকে গ্রেপ্তার করেছে অসম পুলিশ। দীর্ঘ সাত বছর ধরে জুবিনের সঙ্গে কাজ করছিলেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, শুক্রবার চতুর্থ দিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর দু'জনকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। এর আগে, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের সন্ধান পাওয়ার পর দু'জনকেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে যে, উভয় অভিযুক্তকে শীঘ্রই আদালতে পেশ করা হবে।

আইপিএসের আত্মহননে পুলিশের শীর্ষকর্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর

চণ্ডীগড়, ১০ অক্টোবর: আইপিএস ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যার ঘটনায় সেখানকার ডিজি শত্রুজিৎ কাপুর এবং রোহতকের পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজর্নিয়া এবং ৩ আমলা-সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মঘাতী হওয়ার দু'দিন পরে তাঁর স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে দায়ের হয় এফআইআর। মূলত পূরণ কুমারকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে সেখানকার ডিজি-সহ রাজ্য প্রশাসনের ১৫ কর্তার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার রাতে এফআইআর দায়ের করেছে চণ্ডীগড় পুলিশ। সঙ্গে যোগ হয়েছে তপশিলি জাতি-উপজাতিদের উপর অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের ধারাও। পূরণ কুমারের স্ত্রী এবং হরিয়ানার আইএএস অনমিত পি কুমার তাঁর স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ তুলে ডিজি-সহ একাধিক পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the **Officer-in-Charge, WBCADC, Berhampore Project** against **NIT No. 03/2025-26, Dated: 08.10.2025** for **Construction of Shed over Structures of Hatchery Unit at R.T.C. Campus area, Banjetia under WBCADC, Berhampore Project.** The intending tenderer will have to collect the tender documents within **31.10.2025** up to **17.30 hours.** For any details please contact the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC, Berhampore Project

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the **Officer-in-Charge, WBCADC, Berhampore Project** against **NIT No. 04/2025-26, Dated: 08.10.2025** for **Construction of Partition Wall in between Engineering Section and Soil Testing Laboratory and Sign Board for the Administrative Building under Berhampore Project.** The intending tenderer will have to collect the tender documents within **31.10.2025** up to **17.30 hours.** For any details please contact the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC, Berhampore Project

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 50/WS/Eng/25 Dt. 09-10-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ময়দান

দিল্লির বাদশা জয়সওয়াল, প্রথম দিনেই কোণঠাসা ক্যারিবিয়ানরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মাত্র আড়াই দিনে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। তাই দ্বিতীয় টেস্টের আগে ক্রিকেট মহলে জল্পনা ছিল, দিল্লিতেও কি একই ছবি দেখা যাবে? ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, তাই আগেভাগে কিছু বলা কঠিন। তবে প্রথম দিনের খেলা দেখে মনে হচ্ছে, আর একবারও টিম ইন্ডিয়াই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। কারণ প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর ২ উইকেটে ৩১৮ এবং ক্রীড়াসূচকের দিকে তাকালে বোঝাই যাচ্ছে, রানের পাহাড় গড়ার দিকে এগোচ্ছে শুভমান গিলের দল।

দিল্লিতে প্রথমবার অধিনায়ক হিসেবে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন শুভমান গিল। শুরুটা ছিল সাবধানী। দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল প্রথম দিকে উইকেটে সময় কাটান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসাররা প্রথম স্পেলে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত বল করছিলেন। রাহুল কিছুটা আগ্রাসী ব্যাটিং করলেও, সেট হয়ে ৫৪ বলে ৩৮ রানে জোমেল ওয়ারিকানের বলে স্টাম্প হয়ে ফেরেন। তখন ভারতের রান ৫৮। প্রথম সেশনে ভারত ১ উইকেটে ৯৪ রানে পৌঁছায়।

লাঞ্চের পর যশস্বীর ব্যাটে ঝড়। প্রথম সেশনে সংযত ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় সেশনে তিনি নিজের স্বভাবসিদ্ধ ছন্দে ফিরে আসেন। ড্রাইভ, পুল, কাট- সব শটই বেরোয় পাঠ্যবইয়ের মতো নিখুঁত ভাবে। হাফসেঞ্চুরি করতে সময় লেগেছিল ৮২ বল, কিন্তু পরের ৫০ রান করতে লাগল মাত্র ৬৩ বল। তাঁর ব্যাটিংয়ের গতি, আত্মবিশ্বাস এবং বল নির্বাচনের পরিপক্কতা- সব মিলিয়ে যেন এক পরিণত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের প্রতিচ্ছবি। এদিনের ইনিংসের মাধ্যমে যশস্বী জাতীয় দলের হয়ে সপ্তম সেঞ্চুরি করলেন। ২২৪ বলে তাঁর স্কোর ১৭৩, যা দলের ভিত শক্ত করেছে।

অন্য প্রান্তে সাই সুদর্শনও দারুণভাবে নিজের ইনিংস গড়ছিলেন। ইংল্যান্ড সফরে তাঁর পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিল না, কিন্তু ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর ওপর আস্থা রেখেছিল। সেই আস্থার মর্যাদা রাখলেন এই তরুণ ব্যাটার। তবে দারুণ খেলতে খেলতে তিনিও ওয়ারিকানের এক নিখুঁত বলের শিকার হন। অনেক বড় ব্যাটসম্যানও যে ধরনের ডেলিভারিতে বিপাকে পড়েন, ঠিক তেমনই একটি স্পিনারস ড্রিম ডেলিভারিতে এলবিডব্লিউ হলেন সুদর্শন।

দিনের শেষে অপরাজিত রয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল (১৭৩) এবং অধিনায়ক শুভমান গিল (২০)। উইকেটে তাঁরা দু'জনই স্বচ্ছন্দ। গিলকে খুব একটা ঝুঁকি নিতে দেখা যায়নি, বরং তিনি নিখুঁতভাবে যশস্বীকে সঙ্গ দিচ্ছেন। এই জুটি যদি দ্বিতীয় দিন সকালেও ব্যাটিং চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে ভারতের স্কোর ৫০০ পেরোনো অবধারিত।

বিশ্লেষকদের মতে, এই ইনিংস শুধু যশস্বীর প্রতিভার প্রদর্শন নয়, তাঁর মানসিক পরিপক্কতারও পরিচায়ক। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি করার পর থেকে তাঁর ব্যাটিংয়ে যে পরিণতি এসেছে, তা দিল্লি টেস্টের প্রথম দিনেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

সব মিলিয়ে, প্রথম দিনের খেলা ভারতের দিকেই ঝুঁকে আছে। দ্বিতীয় দিনে যদি আবহাওয়া বা ভাগ্য বিশেষভাবে উইন্ডিজের পক্ষে না যায়, তাহলে এই টেস্টেও হয়তো একই চিত্র দেখা যাবে- ভারতীয় ব্যাটারদের রানের সুনামি আর ক্যারিবিয়ান বোলারদের হতাশ মুখ।

আলোর সমস্যা, শিল্ডের ম্যাচের সময় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ চার বছর পর আইএফএ শিল্ড স্বমহিমায় ফিরেছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দুই প্রধানই জিতে শুরু করেছে। তবে এবার টুর্নামেন্টের মাঝেই হঠাৎ ম্যাচের সময় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল আইএফএ। শিল্ডের প্রথম দু'টি ম্যাচ বিকেল তিনটেয় শুরু হয়েছিল। শুক্রবার আইএফএ-র পক্ষ থেকে ঘোষণা করে জানানো হয়, তিনটের পরিবর্তে বাকি ম্যাচগুলি শুরু হবে দুপুর আড়াইটেয়। আইএফএ-র পক্ষ থেকে ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, তিনটেয় ম্যাচ শুরু হলে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই আলো কমে যাচ্ছে। আলোর সমস্যার কারণে ম্যাচের সময় এগিয়ে আনা হল। কোনও ম্যাচই ফ্লাডলাইটে হওয়ার কথা ছিল না।

এবার ঘরোয়া মঞ্চে রো-কো জুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। বর্তমানে তাঁরা কেবলমাত্র ওয়ানডে ফরম্যাটে দেশের হয়ে খেলছেন। তবে এবার বোর্ড সূত্রে খবর, নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে হলে এই দুই তারকাকে ঘরোয়া ক্রিকেটে নামতে হতে পারে। দীর্ঘদিন পর ঘরোয়া মঞ্চে তাঁদের দেখা যেতে পারে বিজয় হাজারে ট্রফিতে। বোর্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জানুয়ারিতে শুরু হতে চলা ওয়ানডে সিরিজের আগে ফর্ম ও ফিটনেস প্রমাণ করতে ঘরোয়া ক্রিকেটই হবে তাঁদের মঞ্চ।

৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ শেষ হবে ভারতের। এরপর প্রায় একমাসের ব্যবধান থাকবে পরবর্তী সিরিজের আগে। এই সময়েই ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বিজয় হাজারে ট্রফি। জানা গিয়েছে, টুর্নামেন্টের অন্তত তিনটি ম্যাচে রোহিত ও বিরাটকে খেলতে হতে পারে। রোহিত শেষবার বিজয় হাজারেতে খেলেছিলেন আট বছর আগে, আর বিরাটের শেষ অংশগ্রহণ ছিল ১৩ বছর আগে। দীর্ঘ বিরতির পর তাঁদের ফের দেখা গেলে তা নিঃসন্দেহে ঘরোয়া টুর্নামেন্টের মর্যাদা বাড়াবে।

নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর জানিয়েছেন, 'দলে জায়গা পাকা করতে হলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। পারফরম্যান্সই হবে একমাত্র মানদণ্ড।' অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ফর্মের প্রমাণও রাখতে হবে এই দুই নক্ষত্রকে। তাঁদের মাঠে নামা মানে দর্শকদের ভিড় বাড়বে, টুর্নামেন্টের প্রতি আগ্রহও তুঙ্গে উঠবে।

নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক শুভমান গিল অবশ্য দু'জনের অভিজ্ঞতার গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রোহিত ও বিরাটের মতো ক্রিকেটার খুব কম আছে।

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 199 (3rd Call)/25-26 and NIeT- 340 to 346/2025-2026
Dated- 10-10-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Jhargram, Kalimpong, Murshidabad, Jalpaiguri, Purba Medinipur and Burdwan District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **11-10-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **31-10-2025 upto 3.00 pm**

Date: 10.10.2025 **Sd/- Executive Engineer**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/558/25-26 Dated 25.09.2025	The Construction of Proposed Community Hall Shed (marked as Sl. 1/311) at Ukhila Baitul Jamma Masjid, Booth No.-312 of Ward No.-27 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,79,847.00
WBMAD/ULB/RSM/559/25-26 Dated 25.09.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain (marked as Sl. 1/162) around Anwar Shah Pond via Durgapuja Pandel to Ananda Abasan at Booth No.-162 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,34,682.00
WBMAD/ULB/RSM/560/25-26 Dated 25.09.2025	The Construction of Proposed Dalij Ground Shed (marked as Sl.1/312) at Ukhila Majher Laskarpara, Booth No.-312 of Ward No.-27 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,78,042.00

Bid Submission end date: **18.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

CORRIGENDUM NOTICE/ CHANGE OF DATE

Ref. NIT No. 03/2025-26 Dated: 19.09.2025
Tender ID: 2025_PRD_907068_1

AS PER NIT	TO BE READ AS
1. Last date & time limit for submission of tender: **09.10.2025** up to **16:30 hours**.	1. Last date & time limit for submission of tender: **28.10.2025** up to **16:30 hours**.
2. Date and time for opening of the Technical Bid: **13.10.2025** at **14:30 hours**.	2. Date and time for opening of the Technical Bid: **30.10.2025** at **14:30 hours**.

Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Ranaghat-II Project

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

CORRIGENDUM FOR TENDER- 01
Memo. No. 1547/RM, Date - 23.09.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-11e/2025-26/SL1 to SL3
Tender ID : 2025_MAD_909646_1 to 3

Name of the work: Mini high mast light in different wards under Ranaghat Municipality (3 nos.) under APAS Scheme List (Phase-I, Lot-I) Last Date Submission of Bid:15.10.2025.

In reference to the above mentioned Tender it is hereby informed that For Electrical Work : As per IE rules all electrical installation works shall be executed under qualified electrical supervisor holding Electrical supervisor certificate of competency granted by the State Licensing Board. The tenderer is bound to furnish following details along with tender paper. a) Name of Electrical Engineer/Supervisor. b) Qualification of the Electrical Engineer/Supervisor. (i.e. the part in which Electrical supervisors certificate of competency has been issued by the licensing board) c) Registration No. of Supervisor. d) Next date of renewal of supervisor's license. e) A contractor license no f) All works shall be executed in adherence to the IE rules. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged.

Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	**Proposed construction of Floor of Pankaj Bhaban near Police fari at ward no.- 06 under Birnagar Municipality under APAS of Booth No.- 153.** (Tender ID: 2025_MAD_918842_1)	WBMAD/BM/12e/2025-26 Memo. No.: 508/PWD Dated: 09.10.2025 Reff. No.- BRGM/PH-I/L1/02081608/8780	10.10.2025 at 10.00AM	23.10.2025 at 05.55PM
2.	**Construction of benches Sujit Biswas House at ward no.-06 under Birnagar Municipality under APAS of Booth no.-153**	509/PWD DATE-09.10.2025	09.10.2025 at 10.00AM	17.10.2025 at 04.00PM
3.	Supply and installation of 10 mtr GI Octagonal pole with 4 no 120 W LED street lights at Chalta tala, Booth no- 157 of Ward no- 08 within Birnagar Municipality under Amader Para Amader Samadhan.	492/PWD DATE-25.09.2025	25.09.2025 at 10.00AM	16.10.2025 at 04.00PM
4.	Supply and installation of 10 mtr GI Octagonal pole with 4 no 120 W LED street lights at Samar Mukherjee Park in front of Bikash Paul House, Booth No. - 153 of Ward No. - 06 within Birnagar Municipality under Amader Para Amader Samadhan.	493/PWD DATE-25.09.2025		
5.	Supply and installation of 10 mtr GI Octagonal pole with 4 no 120 W LED street lights at Circular Road Ghoraghata More, Booth No. - 155 of Ward No. - 07 within Birnagar Municipality under Amader Para Amader Samadhan.	491/PWD DATE-25.09.2025		
6.	Supply and installation of 10 mtr GI Octagonal pole with 4 no 120 W LED street lights at Sarbajna Para near Sitala Mandir, Booth No. - 151 of Ward No. - 05 within Birnagar Municipality under Amader Para Amader Samadhan.	490/PWD DATE-25.09.2025		

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

পার্কিং চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএমএমএল.-১/পার্কিং/১০/২৫ তারিখঃ ০৭.১০.২০২৫
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ **ক্যাটিগরিঃ পে অ্যান্ড ইউজ। অকশন ক্যাটালগ নংঃ পেএনইউ২৩। লট নং/ক্যাটিগরিঃ** পিএনইউ-এডিআরএ-বিকেএসসি-টিওআই-৪৭-২৫-২ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট)। **অকশন শুরু (সমস্ত লট)ঃ** ২১.১০.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২১.১০.২০২৫ বেলা ১২.৩০ মিনিট। **ক্যাটিগরিঃ পার্কিং।** (১) **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্ক ৮৯। লট নং/ক্যাটিগরিঃ** পার্কিং-এডিআরএ-পিআরআর-এমএক্স-৭১-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)। **অকশন শুরু (সমস্ত লট)ঃ** ২১.১০.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২১.১০.২০২৫ বেলা ১২.৩০ মিনিট। (২) **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্ক ৯০। লট নং/ক্যাটিগরিঃ** পার্কিং-এডিআরএ-সিডিজিআর-টিডব্লু-৭২-২৫-২ (পার্কিং-টু হুইলার)। **অকশন শুরু (সমস্ত লট)ঃ** ২২.১০.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২২.১০.২০২৫ বেলা ১২.৩০ মিনিট।

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএমএমএল.-১/পার্কিং/১০/I/২৫ তারিখঃ ০৯.১০.২০২৫
ক্যাটিগরিঃ পার্কিং। অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্ক ৮৮। লট নং/ক্যাটিগরিঃ (১) পার্কিং-এডিআরএ-আরকেআই-টিডব্লু-৬৬-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার), (২) পার্কিং-এডিআরএ-বিবিএম-এমএক্স-৬৪-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড), (৩) পার্কিং-এডিআরএ-এসএলবি-এমএক্স-৬০-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)। **অকশন শুরু (সমস্ত লট)ঃ** ২৪.১০.২০২৫ বেলা ১২টা [(১) থেকে (৩) প্রত্যেকের জন্য]। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৪.১০.২০২৫ বেলা ১২.৩০ মিনিট [(১)-এর জন্য], ২৪.১০.২০২৫ বেলা ১২.৪০ মিনিট [(২)-এর জন্য] ও ২৪.১০.২০২৫ বেলা ১২.৫০ মিনিট [(৩)-এর জন্য]। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**)-এ ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-708) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/547/25-26 Dated 25.09.2025	Upgradation of CONCRETE ROAD FROM H/O DEBRATA HALDER TOWARDS H/O JoYA BHATTACHARJEE, H/O HAPPY HALDER TOWARDS H/O PINTU MONDAL at Ward - 20 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 146 (Proposal Serial No - 1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,92,383.00
WBMAD/ULB/RSM/546/25-26 Dated 25.09.2025	Upgradation of concrete Road from H/O Rabindra Ghosh towards H/O Subhajit Mondal & H/O Papai Das towards H/O Bappa Ghoshal at Ward - 20 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 146 (Proposal Serial No - 2) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,91,294.00
WBMAD/ULB/RSM/545/25-26 Dated 25.09.2025	Upgradation of DRAIN from Kali Mandir via J.N Bose Road towards H/O Nitai Das at Ward - 20 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 146 (Proposal Serial No - 3) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,96,517.00
WBMAD/ULB/RSM/544/25-26 Dated 25.09.2025	Upgradation of Existing Brick Pavement to Concrete Road from H/O Ram Bhattacharya to H/O Nilanta Chakraborty at Gurucharan Ghosh Street at Ward No - 18 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 155 (Proposal Serial No - 1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,29,515.00
WBMAD/ULB/RSM/543/25-26 Dated 25.09.2025	Upgradation of Drain from H/O Swapan Sir to H/O Raj Ray at Ward No - 18 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 155 (Proposal Serial No -2) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,92,464.00
WBMAD/ULB/RSM/542/25-26 Dated 25.09.2025	Upgradation of Existing Brick Pavement to Concrete Road from Police Gate H/O Rishi Sardar to H/O Kamal Hani at Ward No - 18 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 155 (Proposal Serial No - 3) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,21,038.00
WBMAD/ULB/RSM/541/25-26 Dated 25.09.2025	Upgradation of existing brick pavement to concrete road from H/O balai mondal to H/O ekadashi kara bahar at Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Poling Station-155, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,48,510.00
WBMAD/ULB/RSM/540/25-26 Dated 25.09.2025	Upgradation of road from H/O anupam joddar to H/O lakshmi sardar at Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Poling Station-155, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,89,000.00

Bid Submission end date: **22.10.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN 11.10.2025 PAGE 8 CHITRANGADA_Layout 1 10/10/2025 2:57 PM Page 1

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

প্রতিভা বসু

অনন্য সঙ্গীত শিল্পী ও লেখক

এস ডি সুব্রত

সঙ্গীত শিল্পী ও লেখক প্রতিভা বসু ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চ ঢাকার বিক্রমপুরে হাসড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম আশুতোষ সোম ও মায়ের নাম সরযূবালা সোম। তাঁর ডাক নাম ছিল রাণু। পিতার পদবী অনুসারে তাঁর নাম ছিল রাণু সোম। তাঁর অপর নাম প্রতিভা। বুদ্ধদেব বসুর সাথে বিবাহের পর তাঁর নাম হয়- প্রতিভা বসু। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন প্রতিভা বসু । প্রতিভা বসু তাঁর গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ স্থান অর্জনের পাশাপাশি আমাদের কাছে বহুল পরিচিত 'পথে হলো দেরি', 'আলো আমার আলো', 'বিবাহিতা স্ত্রী'সহ সাড়াজাগানো বেশ কিছু বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনিকার হিসেবে। চাকরি সুবাদে আশুতোষ সোম মাদারীপুরে সপরিবারে থাকা শুরু করেন। সেই কারণে তাঁর শৈশভ কেটেছিল মাদারীপুরে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ নিয়েছিলেন মাদারীপুরের স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর পিতার সাথে কর্মস্থল হুগলি জেলার চুঁচুড়া শহরে পিসিমার বাড়িতে। এখানে পিসিমার ইচ্ছায় তাঁর গানের তালিম শুরু হয় স্থানীয় সঙ্গীতশিক্ষকের কাছে। এরপর কিছুদিনের জন্য তিনি পরিবারের অন্যান্যদের সাথে নীলফামারীতে কাটান এবং ঢাকায় চলে আসেন। এই সময়ের ভিতরে তিনি চারুদত্ত, মেহেদি হোসেন, ভোলানাথ মহারাজ, প্রফেসর গুল মহম্মদ খাঁ প্রমুখের কাছে গান শিখেছিলেন। এই সময় ঘরোয়া গান গেয়ে প্রতিভা বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন। এই সূত্রে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে হিজ মাস্টার ভয়েসের রেকর্ড করার দল ঢাকায় এসে প্রথম তাঁর গানের রেকর্ড করেন। প্রতিভা বসু তাঁর জীবনের জলছবি গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন- '... প্রথম হিজ মাস্টার্স ভয়েসে আমি গান রেকর্ড করি। রেকর্ড করতে তখন আমাকে কলকাতা আসতে হয়নি। কর্মকর্তারা ঢাকায় গিয়েই মেশিন ফিট করেছিলেন। টিকাটুলিতে সুশুংয়ের রাজার একটি বাড়ি ছিলো। সেই বাড়িতেই যন্ত্র ফিট করা হয়েছিল, সেখানেই গিয়েই গান গেয়েছিলাম আমি। তখন মাইক ছিলো না, ধুতুরা ফুলের মতো দেখতে মস্তবড়ো এক চুঙির ভিতর মুখ দিয়ে গান গাইতে হতো। বোধহয় তিনখানা না চারখানা রেকর্ড করা হয়েছিল। তার মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেনের 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে' গানটি ছিল।' দিলীপ কুমার রায় এবং কাজী নজরুল ইসলামের কাছেও গান শেখেন। নজরুল ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ঢাকায় এসে নিজে যেচে প্রতিভার বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নজরুল তাঁকে গান শেখানো শুরু করেন। এই সময় প্রতিভা তাঁর পিতামাতার সাথে ঢাকার বনগ্রামে থাকতেন।

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুন নজরুল বনগ্রামে (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা) যান রাণু সোমের সাথে দেখা করতে যান। উল্লেখ্য, এর আগে দিলীপকুমার রায় ঢাকা এসে রাণুকে বেশ কিছু নজরুলের গজল আঙ্গিকের গান শিখেয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে নজরুলের কাছে এই সুকণ্ঠী শিল্পীর প্রশংসা করেন। তাই এবারের ঢাকায় আসার পরের দিনই পরম আগ্রহ নিয়ে নজরুল রাণু সোমের (প্রতিভা বসু) সাথে পরিচিত হতে, তাঁদের বাসায় যান। নজরুলও তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। নজরুল যতদিন ঢাকায় ছিলেন প্রায় ততদিনই তিনি গান শেখানোর জন্য বনগ্রামে যেতেন। এ বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়, প্রতিভা বসুর রচিত 'জীবনের জলছবি ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে পাওয়া যায় নজরুলের রচিত একটি নতুন গানের কথা জানা। আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী। কালানুক্রমিকের বিচারে এটি নজরুলের সঙ্গীতজীবনের দ্বিতীয় পর্বের ১২৩ সংখ্যক গান। রচনার স্থান ও তারিখ। ঢাকা আষাঢ় ১৩৩৫। প্রতিভা বসু তাঁর 'জীবনের জলছবি ' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায়, নজরুল ঢাকাতে এই গানটি রচনা করেছিলেন কোনো এক রাতে। তার পরের দিন এই গানটি প্রতিভা বসুকে শিখেয়েছিলেন, তাঁদের বনগ্রামের বাড়িতে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'জীবনের জলছবি ' গ্রন্থের '৮' অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন—

'...রাত জেগে নতুন গান লিখেছেন তিনি, না শিখিয়ে থাকতে পারছেন না।' এসো এসো শিগ্গির এসো, হারমোনিয়াম নিয়ে বসো।' আমরা সবে চা খাচ্ছি, আমার চেহারায় তখনো ঘুম ঘুম ভাব। বসে গেলেন সঙ্গে। ...রাত্তিরে একটা গান লিখেছি সুরটা তুলে নাও তাড়াতাড়ি, আবার ভুল হয়ে যাবে।'

সকালটা ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো। আবার হারমোনিয়াম আবার পানের বাটা আবার ঘনঘন চা। গানটা হলো 'আমার কোনকূলে আজ ভিড়লো তরী, এ কোন সোনার গাঁয়/ভাঁটির টানে আবার কেন উজান যেতে চায়।' দেখা গেল তখনো তার বয়ান সঠিক নায়, সুরেরও হেরফের হচ্ছে। ঠিক করছেন গাইত গাইতে, শেখাতে শেখাতে। '

উল্লেখ্য, গানটি পরে চোখের চাতক-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকাতে নজরুলের প্রধান কাজই ছিল রাণুকে গান শেখানো। এই সূত্রে নজরুল এক রাত্রিতে রাণুদের প্রতিবেশী এক পরিবারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। এই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল বেশ আগে, দিলীপকুমার রায়ের গান শেখানো নিয়ে। প্রতিভা বসু তাঁর 'জীবনের জলছবি ' গ্রন্থের এই বিবাদের বিষয়ে লিখেছেন-'যখন দিলীপদা এসেছিলেন তখন ওঁরা একদিন দিলীপদাকে নিজেদের মেয়েদের গান শোনাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, দিলীপদা সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারপর থেকে ও বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী বয়স্ক সুন্দরী আত্মীয়টি আর আমাদের সাথে কথা বলতেন না। কর্তা ও কন্যাদেরও বলতে দিতেন না।...' এই ঘটনার পর নজরুল যখন রাণুদের বাসায় আসা-যাওয়া শুরু করলেন এবং সেই সাথে রাণুকে গান শেখানো শুরু করলেন, তখন এদের সকল রাগ এসে পড়েছিল নজরুলের উপর। তাই ২৫শে জুলাই (বুধবার ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫) রাত দশটার দিকে, রাণুদের বাসায় গান আর আবৃত্তির আসর শেষে নজরুল যখন বের হন, তখন প্রতিবেশীদের লেলিয়ে দেওয়া দশ-বারো জন যুবক লাটি নিয়ে নজরুলকে আক্রমণ করে। নজরুল এদের একাই প্রতিহত করে আহত হন। এই অবস্থায় রাণুর পিতা এগিয়ে গিয়ে আহত নজরুলকে নিজের বাসায় এনে সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। নজরুলের ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পর, ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রতিভা কলকাতায় আসেন গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির আহ্বানে এবং ১২টি গান রেকর্ড প্রকাশের চুক্তি হয়েছিল। এইচএমভি থেকে প্রথম নজরুল-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল- ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। রেকর্ড নম্বর- পি ১১৬৭৩। এই রেকর্ডে তাঁর গাওয়া দুটি গান ছিল- ছাড়িতে পরান নাহি চায় ও স্মরণ পারের ওগো প্রিয় ।১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে দার্জিলিং যান। এই সময় প্রতিভা দর্জিলিং গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের কাছে জেনেছিলেন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রতিভার কথা। রবীন্দ্রনাথ গান শোনার জন্য পত্রমারফত প্রতিভাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর গান শেখেন। পরে তিনি রেকর্ডে বেশকিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন।

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বুদ্ধদেব বসুর সাথে প্রতিভর বিয়ে হয়। এই সময় তাঁর নাম প্রতিভা সোম থেকে প্রতিভা বসু হয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে প্রতিভা বসু শিরোনামে। বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের তেমন ভালো রোজগার না থাকায়, বিবাহের কয়েক বৎসর তাদের আর্থিক অনটনে কেটেছে। প্রথম দিকে অল্প দামে ভালো বাসা যোগাড় করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পরে বালগঞ্জের ২০২ রাসবিহারী এভিনিউয়ে একটি বাসায় উঠেছিলেন। এই বাসাতে এঁরা প্রায় ২৯ বৎসর কাটিয়েছিলেন। এখানে জন্মেছে । তাঁর দুই কন্যা মীনাক্ষীও দময়ন্তী এবং পুত্র শুদ্ধশীল বসু।

বিবাহের পর প্রতিভা গানের জগৎ ত্যাগ করে সাহিত্য-জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রথম ছোটো গল্প 'মাধবীর জন্য' প্রকাশিত হয়েছিল। এই সূত্রে তিনি তৎকালীন সাহিত্য জগতে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। প্রতিভা বসু'র অধিকাংশ বই বাণিজ্যিকভাবে সফলতার মুখ দেখে। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়ণ হয় ও ব্যাপক সফলতা পায়। গান করার পাশাপাশি লিখতে শুরু করেন। প্রতিভা বসু'র জনপ্রিয়তা এমনই ছিল যে বই বিক্রেতা এবং প্রকাশকদের মধ্যে বই প্রকাশ ও বিতরণ নিয়ে ঝগড়ারও ঘটনা ঘটে।প্রতিভা বসুর রচনাসমূহের মধ্যে উপন্যাস হলো —
মনোলীনা, সেতুবন্ধ, সুমিত্রার অপমৃত্যু', মনের ময়ূর, বিবাহিতা স্ত্রী , মেঘের পরে মেঘ , মধ্যরাতের তারা, সমুদ্রহৃদয়, বনে যদি ফুটল কুসুম, ঘুমের পখিরা, সমুদ্র পেরিয়ে, ঈশ্বরের প্রবেশ, পদ্মাসনা ভারতী প্রথম বসন্ত রাঙা ভাঙা চাঁদ', মালতীদির উপাখ্যান, উজ্জ্বল উদ্ধার , সকালের সুরসায়াহ্নে, দ্বিতীয় নক্ষত্র, সাগরের স্বাক্ষর, অগ্নিতুষার 'হৃদয়ের বাগান', সোনালি বিকেল, আলো আমার আলো, অপেক্ষাগৃহ, সমাগত বসন্ত, আন্তোনিনা, সূর্যাস্তের রং, মাধুরীলতার ডায়েরী, অতলান্ত, পথে হল দেরী। তাঁর ছোটোগল্প হলো — মাধবীর জন্য, বিচিত্র হৃদয়, প্রতিভূ, ভালবাসার জন্ম, ঘাসমাটি, বিকেলবেলা, স্বর্গের শেষ ধাপ, রূপান্তর, খন্ডকাব্য, অন্তহীন, স্বামী-স্ত্রী, ইস্টিশানের মিষ্টিফুল, সেইদিন সকালে গুণীজনোচিত, উৎস, শব্দব্রহ্ম, নিখাত সোনা, আয়না, সকালবেলা, ঈশ্বর ও নারী, মাৎসুমোতো, মিসেস পালিতের গার্ডেন পার্টি, সত্য মিথ্যা, মিথ্যা সত্য, প্রথমসিঁড়ি, মাদমোয়াজেল গতিয়ে, কাঁচা রোদ, সন্ধ্যাবেলা, স্বপ্ন ভেঙে যায়, ভেজানো দরজা, সত্যাসত্য, ন্যায় অন্যায়, গর্ভধারিণী, অন্ধকারে, সুমিত্রার অপমৃত্যু, মহাভোজ, নতুন পাতা। প্রবন্ধ হলো — মহাভারতের মহারণ্যে। বাংলা ভাষায় অনন্য অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন এই সাহিত্যিক। এছাড়াও, সাহিত্যকর্মে সবিশেষ অবদানের জন্য আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন।

স্মরণীয় মহিলা কবি

কামিনী রায়

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কামিনী রায় (সেন) কবি হিসেবে অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি শুধু মহিলা কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া তা নয়, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে ১২ ই অক্টোবর বর্তমান পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসন্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের কামিনী সেনের জন্ম। তাঁর পিতার নাম ছিল চন্ডীচরণ সেন। চন্ডীচরণ সেন একসময় জলপাইগুড়ি জেলার মুনসেফ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং ঐতিহাসিক লেখক ছিলেন। কবি কামিনীর ভগিনীর নাম ছিল যামিনী সেন। তিনি মহিলা ডাক্তার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। কামিনী দেবীর পিতা দর্শন শাস্ত্র ভালো করে অধ্যয়ন ও চর্চা করতেন। পিতামহ ছিলেন নিমচাঁদ সেন,তিনি ছিলেন ধর্মভীরু ও ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। কামিনীর মুখে কথা ফুটিবারবার পর তাঁর পিতামহ নানা প্রকার শ্লোক আবৃত্তি করে শুনাতেন। সেগুলি শুনে শুনেই কামিনীর মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। কামিনী যখন চার বছর বয়স ,তখন তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। এই অল্প বয়সেই কামিনী বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ও শিশু শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেন। শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। এক বছরের বেশি সময় ধরে শিশু শিক্ষা গ্রন্থখানি ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে তাহা মুখস্থ হয়ে যায়। মাতা যখন রন্ধন করতেন তখন কামিনী পড়াশোনা করার পর তাল পাতা ও একটি খাকের কলম নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করতেন।

কামিনী আসলে লেখা পড়া বা কবিতার প্রতি আগ্রহ তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কামিনীর মা কাঁচা মাটির দেওয়ালে রান্না ঘরের, কাস্ট শলাকা দিয়ে বাংলা অক্ষর লিখতেন, তারপরে গোবর দিয়ে সেটা লেপে দিতেন। আসলে সেই সময় কুসংস্কার ছিল যদি মেয়েরা লেখাপড়া করে তাহলে মেয়েরা গোপনে অন্য পুরুষদের চিঠি বা পত্র প্রেরণ করবে। একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সমাজটি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও কামিনীর মা নিজের মতো করে বিদ্যা চর্চা করতেন।

বিদ্যালয় ভর্তি হবার পর উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে কামিনী সেই সময় প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। অর্থাৎ লেখাপড়ায় তিনি একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। কামিনী পিতার কাছ থেকে খুব সুন্দর গণিত চর্চা শিখেছিলেন। বিদ্যালয়ে সে সময় গণিতে কেহ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। ওই জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাকে লীলাবতী নামে ডাকতেন। কামিনীর বাড়িতে ছোটখাটো গ্রন্থাগার ছিল। তিনি সারাদিনই বাল্যাবস্থা থেকেই ওই গ্রন্থাগারই কাটাতেন। তার পিতা ও সব সময় বই পড়তেন।অর্থাৎ পিতার কাছ থেকে তিনি গ্রন্থ চর্চার অভ্যাসটি অর্জন করেছিলেন।

কামিনী ৮ বছর বয়সে, কবিতা লিখতে শুরু করেন। হঠাৎ একদিন কামিনী দেখেন তার পিতা কন্যার কবিতা পাঠ করে খুশি হয়ে থাকে রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। কামিনীর ৯ বছর বয়স যখন, তখন সে ভারত সেবাশ্রমে মায়ের সাথে কিছুদিন থাকেন। তাঁর পিতা বদলি হয়ে দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ সাব ডিভিশনের মুন্সেফপদে নিযুক্ত হন। এরপর কামিনী হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কামিনীর পিতা তারপর মানিকগঞ্জে চলে এলে কামিনী ও তাঁর কাছে মাকে নিয়ে চলে আসেন। কামিনীর পিতা চন্ডীচরণ প্রত্যেকদিন হয় বাইবেল বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিশেষ অংশ কামিনিকে দিতেন পড়ার জন্য। Morning and evening meditations নামক পুস্তক হতে কামিনের পিতা একটা করে কবিতা রোজ মুখস্ত করতে দিতেন। কামিনীও রোজ সেই কবিতা গুলি একটা একটা করে মুখস্থ করেছেন। এরপর কামিনী এফ. এ, বি.এ পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হন। বিএ পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃততে সান্মানিক স্নাতক হন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা সান্মানিক স্নাতক।এই সময় বেথুন কলেজে কামিনীকে চাকরির জন্য অনুরোধ করলে তার পিতা তাতে অস্বীকার করেন। হলে কামিনী চাকরি গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা কামিনীকে বলেন। বেশিরভাগ পুরুষেরা আজকাল চাকরি পাইবার আশায় লেখাপড়া শেখে এই চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন কামিনীর পিতা। কামিনীর পিতা মনে করতেন জ্ঞানবৃদ্ধি ও জ্ঞানের নির্মল আনন্দ উপভোগ করাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু যখন কিছু বন্ধু কামিনীর পিতাকে বোঝালেন চাকরি শুধুমাত্র অর্থের জন্য নয় চাকরি মহিলাদের স্বাবলম্বীও করে। কামিনীর পিতাকে সবাই বোঝালেন কামিনী যদি চাকরি করে তাহলে অন্যান্য পরিবারের মহিলারাও চাকরি করতে এগিয়ে আসবেন এবং তাদের পরিবারের পুরুষেরা চাকরি করতে মহিলাদের বাধা দেবে না। এরপর কামিনীর পিতা তার পূর্বের মত পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৮৬ সালে কামিনী বেতন বিদ্যালয় এর শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। আলো ও ছায়া নামক একটি কবিতার কয়েকটি অংশ হল--কার্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া/সমরঙ্গন সংসার এই/যাও বীর বেশে কর গিয়ে রণ/যে চিনিবে সুখ লোভিবে সেই/পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি/এ জীবন মন সকলি দাও/তার মত সুখ কোথাও কি আছে?/আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

আলোওছায়া কাব্যগ্রন্থের প্রণয়ে ব্যথা নামক কবিতায় কামিনী বেদনার সুর অংকন করেন--কেন যন্ত্রনার কথা কেন নিরাশার ব্যথা/জড়িত রইলো তবে ভালোবাসা সাথে?/কেন এত হাহাকার এত ঝরে অশ্রু ধার?/কেন কণ্ঠকের স্তূপ প্রণয়ের পথে/বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ যবে খোঁজে/আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী একজন,/তখন তখন তারে, নিয়তি কেনরে বারে/কেননা মিশাতে দেয় দুইটি জীবন?/ ভ্রমী বহু অতি দূরে, পায়ে যবে দেখিবারে/একটি পথিক প্রাণ মনেরই মতন/উল উলঙ্গ বাধা রাখি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি/কেন দুই দিকে আহা যায় দুইজন?/অথবা একটি প্রাণ আপনারে করে দান/আপনার এ দেয় ফেলে অপরের পায়/সে না বারেকের তরে, ভুলেও ভ্রুক্ষেপ করে/সবলে চরণতলে দলে চলে যায়। 'মাল্য ও নির্মাল্য'কাব্যগ্রন্থে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে যমুনা- কল্পনা--কুলে কুলে বুঝি বকুল তমাল/পরে ফুল ছায়া দান/জলে জলে ছুটে প্রেমের বিরিতি/কল্লোলে বিরহ গান/সমীর হিল্লোলে বাজে বা বাঁশরী/পরান উদাসী করা/সেটা দিবসের আলো গোধূলি কোমল/আঁধার কৌমুদি ভরা।/দীপ ও ধুপ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা হলো অমৃতের পথে--কবি সে বিশ্বের প্রাণে মিলাইয়া প্রাণ/সুখে দুঃখে সকলেরে শুনাইয়েছে গান/তার বুকে বাজে যাহা, শুধু নহে তার/সুনি তাহা শত প্রাণে উঠিছে ঝংকার/রুদ্রেরে সুন্দর করে তিক্তে সুমধুর/ব্যথারে আনন্দ তার অন্তরের সুর/তার অন্তরের আলো মৃত্য মুখে পড়ি/অমৃতের যতী মূর্তি দেখাইয়েছে গড়ি/চলে যেন স্বপ্না ভেসে সুপ্ত কিন্তু নহে/ওপরে যা শোনে নাই তাই শোনে কহে/অজানার অনন্তের অফুরন্ত বাণী/ধরায়ে সে ত্রিদিবের কাছে দেয় আনি।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী কেদারনাথ রায়ের সাথে কামিনীর বিবাহ হয় কামিনীর পদবী তখন থেকে রায় লিখতে শুরু করেন। বিবাহের পর পরই 'গুঞ্জন' নামে একখানে কাব্যগ্রন্থ কামিনী রায় প্রকাশিত করে। কেউ কেউ বলতে শুরু করেন বিবাহের পরে কামিনিয়ার কবিতা লিখছে না তার উত্তরে কামিনী বলেন 'বিবাহিত জীবনের কর্তব্যগুলি আমার জীবন্ত কবিতা'। এরপর কামিনীর জীবনের একের পর এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী কেদারনাথ রায়ের সাথে কামিনীর বিবাহ হয় কামিনীর পদবী তখন থেকে রায় লিখতে শুরু করেন। বিবাহের পর পরই 'গুঞ্জন' নামে একখানে কাব্যগ্রন্থ কামিনী রায় প্রকাশিত করে। কেউ কেউ বলতে শুরু করেন বিবাহের পরে কামিনিয়ার কবিতা লিখছে না তার উত্তরে কামিনী বলেন 'বিবাহিত জীবনের কর্তব্যগুলি আমার জীবন্ত কবিতা'। এরপর কামিনীর জীবনের একের পর এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়।

তার পুত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কামিনী লিখেছিলেন 'অশোক সংগীত'। এটি একটি সনেট সংগ্রহ যা ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ঘোড়ার গাড়ি উল্টিয়ে কামিনীর স্বামী কেদারনাথ রায়ের মৃত্যু হয়।

তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ গুলি হল নির্মাল্য, পৌরাণিকী, মাল্য ও নির্মাল্য, অশোক সংগীত, অম্বা, দীপ ও ধুপ, জীবন পথে, একলব্য, শ্রাদ্ধিকী প্রমুখ। কামিনী রায় 'জনৈক বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন।অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি মহাশ্বেতা ও পুন্ডরিক নামে দুটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন। স্মৃতিচিহ্ন হল কামিনী রায়ের লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা। যা সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল একসময়। তিনি অন্য সাহিত্যিকদেরও কবিতা লেখায় উৎসাহ দিতেন। ১৯২৩ সালের তিনি বরিশাল সফরের সময় কবি সুফিয়া কামালকে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করতে বলেছিলেন।

১৯২২-- ২৩ সাল পর্যন্ত তিনি নারী শ্রম তদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি জগত্তারিনী পদক অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি বঙ্গীয় লিটারারি কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩২-৩৩ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে ২৭ শে সেপ্টেম্বর হাজারীবাগে তিনি প্রয়াত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কামিনী রায় তার কাব্য প্রতিভা সমগ্র পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের মানুষের আরো উচিত বেশি করে কামিনী রায়ের সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। সেই সময় তদানীন্তন কালে মহিলাদের পক্ষে লেখাপড়া শেখা চাকরি করা কাব্য রচনা করা কঠিন কাজ ছিল। সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে পারিবারিক যন্ত্রণাকে সহ্য বা উপেক্ষা করে তিনি তাঁর সৃজনশীলতা বজায় রেখে গেছেন। কামিনী রায়ের মতো মহিলা কবিকে আমাদের যেন বিস্মরণ না হয়। সেই সময় একজন মহিলার পক্ষে বাইরে চাকরি করা কবিতা লেখা কতটা যে দুরুহ কাজ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের কামিনী রায়ের কাব্য পাঠ করা, তাঁর পুস্তক গুলি যাতে বেশি বেশি করে মহিলা তথা সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছায় সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।